বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট রিপোর্ট

২০১২-২০১৩

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(সোনালী ব্যাংক লিঃ)

অর্থ বছর ঃ ২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary .	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
৫	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৬	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৪৪
৭	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	৪৫-৪৮
৮	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

মাসুদ আহমেদ
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

০৫/০৯/১৪২৩ বঃ
তারিখঃ
১৯/১২/২০ খ্রিঃ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সোনালী ব্যাংক লিঃ এর ২০০৬-২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব বছরের আর্থিক কর্মকান্ড বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে অংশ বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দু' খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ২৪/০৮/১৪২৩ .... খ্রিঃ ০৮/১২/২০১৬

স্বাক্ষরিত
মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

Abbreviation & Glossary
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১।	BTB (বিটিবি)	=	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
২।	C.C(HYPO) সিসি (হাইপো)	=	Cash Credit Hypothecation	জমি বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ সুবিধা কমপক্ষে $১^{১/২}$ গুণ)। অর্থাৎ ঋণাংকের কমপক্ষে $১^{১/২}$ গুণ সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে।
৩।	CC(Pledge) সিসি (প্লেজ)	=	Cash Credit (Pledge)	ঋণগ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে ঋণ সুবিধা (গুদামে রক্ষিত মালামালের সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ সুবিধা)
৪।	DA (ডিএ)	=	Document Against Acceptance	এক ব্যাংক শাখা অন্য ব্যাংক শাখার উপর স্থানীয় এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance ব্যাখ্যা দিতে হয়।
৫।	ETP (ইটিপি)	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
৬।	FBPN (এফবিপিএন)	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হলে স্থানীয় ব্যাংক বিদেশী ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে দায় সমন্বয়ের চেষ্টা করে।
৭।	FBP (এফবিপি)	=	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
৮।	FC (Account) (এফসি একাউন্ট)	=	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে (FC) (Account) খুলতে হয়।
৯।	IDCP (আইডিসিপি)	=	(Interest During Construction Period)	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
১০।	LTR(এলটিআর)	=	Loan Trust Receipts	আমদানি ঋণ পত্রের বিপরীতে সৃষ্ট দায়সমূহ।
১১।	LIM (লিম)	=	Loan against Imported Merchandise	আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে গুদাম না থাকা সাপেক্ষে আমদানিকারককে এ সুবিধা দেয়া হয়।
১২।	PAD (পিএডি)	=	Payment Against Document	Arrangement under which a buyer can get the delivery (shipping) documents only upon full payment of the invoice or bill of exchange. Cash L/C at sight(Import L/C) এর ক্ষেত্রে Documents ব্যাংকে রেখে এ ঋণ সুবিধা দেয়া হয়।
১৩।	LC (এলসি)	=	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ঋণপত্র খোলা
১৪।	PC (পিসি)	=	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা রপ্তানি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০%
১৫।	PCC (পিসিসি)	=	Packing Cash Credit	ট্যানারি/চামড়া রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা
১৬।	PSC (পিএসসি)	=	Pre-Shipment Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা

১৭।	ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন	=	(Forced Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতায় আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করে পার্টির নামে ফোর্সড লোন/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়।
১৮।	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=		কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
১৯।	পুনঃতফসিল	=		কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
২০।	ডাউন পেমেন্ট	=		পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের স্বপক্ষে ১০% ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
২১।	আরোপিত সুদ	=		ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
২২।	অনারোপিত সুদ	=		ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
২৩।	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব			ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব-ক রাখা হয়। সাধারনতঃ প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
২৪।	এন,আই, এ্যাক্ট ১৮৮১	=	Negotiable Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonoured) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
২৫।	Cost of Fund :			মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচ সহ মোট ব্যয় কভার করার নাম Cost of Fund। Cost of Fund সংকুলান না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
২৬	বিএমআরই	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প সম্প্রসারণকল্পে বিএমআরই এবং অতিরিক্ত বিএমআরই ঋণ সুবিধা প্রদান।
২৭	ইসিসি	=	Export Cash Credit	রপ্তানীর ক্ষেত্রে যে ঋণ প্রদান করা হয়।
২৮	এলডিবিপি	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২৯	ডেফার্ড এলসি	=		A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.
৩০	CIB	=	Credit Information Bureau	গ্রাহকের ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত তথ্যাদি।

৩১	Funded liability			এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমনঃ-সিসি (হাইপো), সিসি (প্লেজ), প্রকল্প ঋণ,কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহনির্মাণ ঋণ,ভোগ্যপন্য ঋণ,ওডি,এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমনঃ- আমদানি ঋণঃ-লিম, এলটিআর, পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)
৩২	Non-funded liability			এলসি খোলার বিপরীতে আন্তর্জাতিক ঋণ। যেমনঃ- ব্যাক টু ব্যাক এলসি,এলসি গ্যারান্টি ইত্যাদি দায় নন-ফান্ডেড দায়।
৩৩।	এসটিএল	=	Short term loan	স্বল্পমেয়াদী মঞ্জুরীকৃত ঋণ
৩৪।	ইইএফ	=	Equity and Entrepreneurship Fund	সমমুলধনী সহায়তা তহবিল কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য দেয়া হয়।
৩৫।	IIDFC	=	Industrial and Infrastructure Development Finance Company	একটি লিজিং কোম্পানী।
৩৬	ILC	=	Inland Letter of Credit	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য ঋণ পত্র খোলা।
৩৭	SOD	=	Secured Over Draft	আমানতের বিপরীতে মঞ্জুরীকৃত ঋণ।
৩৮	বিআরপিডি		Banking Regulation Policy Department	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত অনুসৃতব্য নীতিমালা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুঃনং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
০১	সহযোগী প্রতিষ্ঠান একে অপরের উপর ঋণপত্র স্থাপন করে ইনল্যান্ড বিল ক্রয় দেখিয়ে এ্যাকোমোডেশন বিলের মাধ্যমে মন্দ ঋণ হিসাবে চিহ্নিত করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৭৬,৮৪,৫৭,৮১৭
০২	আর্থিক ক্ষমতা ও অনুমোদিত ঋণপত্র সীমা লংঘনপূর্বক ব্যাক টু ব্যাক ও আইএলসি ইস্যু করে ফোর্সড লোন/ফোর্সড পিএডি সৃষ্টি, অস্তিত্ববিহীন মালামাল দেখিয়ে অর্থ অপরিশোধে ব্যাংকের ক্ষতি।	৩,৯০,২৮,২৭২
০৩	অনিয়মিতভাবে আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে ঋণপত্র খোলা এবং ডকুমেন্ট ছাড় করায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি।	২,৯৮,৫৫,৫৯৫
০৪	একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান একে অপরের উপর ঋণপত্র স্থাপন দেখিয়ে অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি বিল ক্রয়ের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ।	১১৯৮,০৯,৭৫,২০০
০৫	ভূয়া রপ্তানি বিল ক্রয় করায় রপ্তানি প্রত্যাবাসনের সুযোগ না থাকাতে ব্যাংকের ক্ষতি।	২১৯,৫৮,৪৯,৭০৫
০৬	আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে ঋণপত্র খোলা এবং ডকুমেন্টস এ্যানডোর্স করায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি।	২১৮,৬০,২৩,৩৯০
০৭	আর্থিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঋণপত্র খোলা ও ভূয়া ডকুমেন্টের বিপরীতে স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক ফোর্সড লোন সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৫৩,৯৩,০২,৯৪৮
০৮	মঞ্জুরী সীমাতিরিক্ত ঋণপত্র খুলে দায় সৃষ্টি, এলটিআর ঋণে বিশ্বাস ভংগ, প্রতারণার বিপরীতে ফোর্সড পিএডি ও লিম সৃষ্টি করেও ঋণ আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি।	১৭০,৬৯,৮৮,০৯৯
০৯	প্রধান কার্যালয় হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ও ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত উপেক্ষা করে এলটিআর ও বাধ্যতামূলক পিএডি সৃষ্টির অপেক্ষায় থাকা টাকা আদায় অনিশ্চিত।	৯,৩৮,৩০,৭৩৩
১০	গ্রাহক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি বন্দর হতে ছাড় না করায় ব্যাংক ফোর্সড লিম বৃদ্ধি করায় ও ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত লিমের টাকা আদায় অনিশ্চিত।	৭০,০২,৭৩,৫৯৭
১১	পূর্বের খেলাপী গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ নিয়মিত করণের মাধ্যমে ক্রমাগত ঋণসীমা বাড়ানোর পর ঋণ সংশ্লিষ্ট মালামাল আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৬৯,৩৪,০২,০০০
১২	Fund Divert করা গ্রাহকের অনুকূলে বিআরপিডি ও বিভাগীয় পরিপত্র উপেক্ষা করে একাধিকবার পুনঃতফসিল সত্বেও ক্ষতিতে পরিণত।	৫৬,৯০,৭৫,০৩০
১৩	প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করে তিনবার পুনঃতফসিলকরণের মাধ্যমে নিয়মিতকরণের সুযোগ প্রদান করা সত্ত্বেও টাকা আদায় অনিশ্চিত।	১০,৯৬,১৩,৭২৮
১৪	শ্রেণীকৃত ঋণ সুদ মওকুফের মাধ্যমে নিয়মিত দেখিয়ে ক্রমাগতভাবে চলতি মূলধন বৃদ্ধির কারণে গ্রাহকের শ্রেণীকৃত ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত।	১৮,৩২,২৬,০১৪
১৫	প্রধান কার্যালয়ের সুপারিশকৃত ঋণসীমা পরিবর্তন করে SOD ঋণ মঞ্জুর, ঋণ বিতরণের পর শর্ত বাস্তবায়নের অভাবে শ্রেণীকৃত ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত।	২০,৪৬,৬১,৮৬০
১৬	বাড়তি ঋণপত্র সীমা অনুমোদন এবং ক্রমাগতভাবে ব্যাক টু ব্যাক ঋণ পত্র খুলে নতুনভাবে ডিমান্ড ঋণ সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৭০,৩৬,৯৪,৪৫৩
১৭	প্রকল্প ও বিএমআরই ঋণের বড় অঙ্কের মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে এবং নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে ক্রমাগত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার সুযোগ প্রদানে জামানত ঘাটতি সংশ্লিষ্ট শ্রেণীকৃত ধরায় টাকা আদায় অনিশ্চিত।	১৩০,৭৭,৭০,৮৫০
১৮	ঋণ মঞ্জুরীর জামানত বিষয়ক শর্ত বাস্তবায়ন না করা ও সময়মত পিএডি না করে ঋণপত্র সীমা বাড়িয়ে ফান্ডেড দায় সৃষ্টি, বর্তমানে ব্যবসা বন্ধ এরূপ আয়কর খেলাপী গ্রাহকের টাকা আদায় অনিশ্চিত।	১,৪৩,৩৬,৪০,৬৩৩
	পৃষ্ঠা মোট	২৬৪৪,৫৬,৬৯,৯২৪

১৯	বিআরপিডি সার্কুলার ও আইন বিশেষজ্ঞের মতামত উপেক্ষা করে মন্দ ঋণের ধারকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর ও মঞ্জুরীশর্ত পালন ব্যতিরেকে ঋণ বিতরণ করায় ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত।	৩৮,৬৪,৫০,২৫০
২০	ঋণ সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ না করে পুনঃতফসিল ও ঋণপত্র খোলা, ঋণ মঞ্জুরী শর্ত বাস্তবায়ন না করে ঋণপত্র সীমা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুনরায় ফোসর্ড ঋণ সৃষ্টিতে বিনিয়োগকৃত টাকা ক্ষতিতে পরিণত।	২৫,৬৪,৬২,৬৫৫
২১	সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাব স্থবির হওয়া সত্ত্বেও পুনঃতফসিল করে অনিয়মিতভাবে ঋণপত্র স্থাপনের মাধ্যমে পুনরায় ফোর্সড ঋণ সৃষ্টিতে জামানত ঘাটতি সংশ্লিষ্ট ঋণের টাকা ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত।	৫৩,৫২,২২,২৪৯
২২	প্রকল্প কার্যক্রম ভাল না থাকায় পুনঃতফসিল করে নিয়মিতকরণ, নীতিমালা বর্হিভূতভাবে লীজ ফাইন্যান্স এর নামে অর্থায়ন করে দায় বৃদ্ধির পর সকল ঋণ শ্রেণীকৃত হয়ে পড়ায় টাকা আদায় অনিশ্চিত।	৩২,৬৩,৫০,০৪৪
২৩	শ্রেণীকৃত মন্দ ঋণ থাকা সত্ত্বেও শাখার প্রস্তাব ব্যতীত ২য় মর্টগেজের বিপরীতে গ্রাহকের নামে ২০.০০ কোটি এবং অনিয়মিতভাবে ৬৭.৫০ কোটি টাকার মিশ্র ঋণ মঞ্জুর করায় এবং ঋণগুলি শ্রেণীকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৭৪,১৪,৩৭,৮৬৮
২৪	ঋণের সুদ আদায় না করে বারবার ব্লক হিসাবে স্থানান্তর ও অপর্যাপ্ত জামানত রেখে এর আদায়ে ব্যর্থ হওয়ার পরও প্লেজ ঋণের লিমিট বৃদ্ধি করায় এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	১৪,২২,৫১,৮০১
	সর্বমোট	২৮৮৩,৩৮,৪৪,৭৯১

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর ঃ

- ২০১১-২০১২

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	০৫-০৫-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
২	সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা।	০৩-০২-২০১৩খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৩	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখা, খুলনা।	১৭-০৬-২০১৩খ্রিঃ হতে ১১-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুঃ ০১।

শিরোনামঃ সহযোগী প্রতিষ্ঠান একে অপরের উপর ঋণপত্র স্থাপন করে ইনল্যান্ড বিল ক্রয় দেখিয়ে এ্যাকোমোডেশন বিলের মাধ্যমে মন্দ ঋণ হিসাবে চিহ্নিত করায় ব্যাংকের ৭৬৮৪.৫৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আইটিএফডি (International Trade & Finance Division) এর আওতাধীন গুলশান শাখা, ঢাকা এর আইবিপি সংক্রান্ত (ইনল্যান্ড বিল পারচেজ) রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের সহযোগিতায় সহযোগী প্রতিষ্ঠান একে অপরের উপর ঋণপত্র স্থাপন করে ইনল্যান্ড বিল ক্রয় দেখিয়ে এ্যাকোমোডেশন বিলের মাধ্যমে মন্দ ঋণ হিসাবে চিহ্নিত ব্যাংকের ৭৬,৮৪,৫৭,৮১৭ টাকা ক্ষতি করা হয়েছে (যার বিবরণ পরিশিষ্ট " ০১ " এ দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- সোনালী ব্যাংকের ব্যবসায়িক আর্থিক ক্ষমতা ২০১০ ও ২০১২ এ ঋণপত্র সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরীণ বিল ক্রয়ের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা ভেদে আর্থিক ক্ষমতার সীমারেখা না থাকায় এবং গ্রাহকের অনুকূলে রপ্তানির বিপরীতে কত টাকা পর্যন্ত বিল ক্রয় করা যাবে তার অনুমোদন না থাকায় সংশ্লিষ্ট শাখার গ্রাহকের রপ্তানি বিল ২৫.৪৩ কোটি টাকা পর্যন্ত বিল ক্রয় করে ফান্ডেড দায় সুদসহ আদায় করতে পারেনি।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাখার রপ্তানিকারক ও অন্য শাখা এবং নিজ শাখার আমদানিকারক মূলতঃ সহযোগী প্রতিষ্ঠান। ফলে এক প্রতিষ্ঠানের আমদানি দেখিয়ে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি ডকুমেন্ট তৈরী করে কেবল মাত্র Paper Work এর ভিত্তিতে ব্যাংকারের সহযোগিতায় এ্যাকোমোডেশন বিলের মাধ্যমে ব্যাংকের টাকা বের করে নেয়া হয়। উদাহরণস্বরুপ সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখার আমদানিকারক টি এন্ড ব্রাদার গ্রুপভুক্ত এল.এন.এস ও এক্সপারটেক নামক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিল ক্রয় করে ৫৬,৭৬,৯৩,৯৮৯ টাকা ফান্ডেড দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। টি এন্ড ব্রাদার ও ব্রেসসি ফ্যাশন লিঃ শেরাটন শাখার গ্রাহক। কেবল ঐ শাখা স্বীকৃত ঋণপত্রের বিপরীতে ৫৩.৫০ কোটি টাকার বিল ক্রয় করা হয়েছে যা অসমন্বিত।
- অনেক ক্ষেত্রে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক গুলশান শাখারই গ্রাহক। রপ্তানিকারকের অতীত পারফরমেন্স ও ব্যবসায়িক অস্তিত্ব যাচাই ছাড়া শাখার স্বীকৃত ঋণপত্র সংশ্লিষ্ট ৩৫.৩৪ কোটি টাকার আইবিপি দায় সমন্বয় করতে পারেনি। ব্যবসায়িক অস্তিত্ব যাচাই করে বিল ক্রয় করলে টি এন্ড ব্রাদার্স গ্রুপসহ নিজ শাখার স্বীকৃত ঋণপত্রের বিপুল অংকের দায় আদৌ অসমন্বিত থাকার কথা নয়।
- সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ৩০-০৯-২০০৭খ্রিঃ তারিখের আদেশ নং আইটি এফ ডি/রপ্তানি/৩০৮৪ এর নির্দেশনা ০৮ ও ০৯ অনুযায়ী আইবিপি করলে একই শাখার গ্রাহকের ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানি হলে বিল ক্রয়ের ক্ষেত্রে মালামাল গুদামজাত নিশ্চিত করতে হবে এবং বিলসমূহ অবশ্যই ত্রুটিমুক্ত হতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বীকৃতিপত্র দেয়ার পূর্বে মাল গুদামজাত নিশ্চিত করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত শর্ত পরিপালিত হয়নি এবং শাখার গ্রাহকের ২/৩ বছরের রপ্তানির পারফরমেন্সে কারখানা উৎপাদন, ব্যবসায়িক অস্তিত্ব যাচাই ব্যতীত কেবল ERC (Export Registration Certificate) এর ভিত্তিতে বিল ক্রয় করা হয়।
- বিলসমূহ যাচাই করে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই দিন ঋণপত্র খোলা, ডকুমেন্টেশন তৈরী, স্বীকৃতপত্র ইস্যু ও বিল ক্রয় করা হয়েছে, যা অবাস্তব। অনেক ক্ষেত্রে ছাপানো প্যাডের উপর হাতে তারিখ লিখে ডকুমেন্ট সম্পাদন করা হয়েছে। আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক সহযোগী প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও ডকুমেন্টেশন ত্রুটি থাকলেও আইবিপির Overdue আমলে না নিয়ে এক্সপোর্ট নিশ্চিত না হওয়া সত্ত্বেও কেবল প্রাপ্ত কাগজের ভিত্তিতে আইবিপি ক্রয় করে ফান্ডেড দায় সৃষ্টি করায় বর্তমানে ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- দায় সমন্বয়ের জন্য হোটেল শেরাটন শাখাসহ গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। জুলাই/২০১২ হতে বিল ক্রয়ের ক্ষমতা প্রধান কার্যালয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বর্তমানে আইবিপি দায় কমেছে নতুন করে কোন বিল ক্রয় করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- প্রধান কার্যালয়ের কার্যকর নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতিতে এ্যাকোমোডেশন বিলের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করে নেয়া হয়েছে।

- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৯-১২-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তিকৃত অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট ২২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি প্রতিষ্ঠানের আইবিপি বকেয়া বাবদ ১৭,৫১,০৬,৫৪৬ টাকা ইতোমধ্যে আদায়/সমন্বয় হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৪টি প্রতিষ্ঠানের ৭৬,৮৪,৫৭,৮১৭ টাকা আইবিপি বাবদ বকেয়া রয়েছে। দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও অসমন্বিত ইনল্যান্ড বিল এর দায় আদায়/সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে ২২-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিবর্গের / প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ০২।

শিরোনাম ঃ আর্থিক ক্ষমতা ও অনুমোদিত ঋণপত্র সীমা লংঘনপূর্বক ব্যাক টু ব্যাক ও আইএলসি ইস্যু করে ফোর্সড লোন/ফোর্সড পিএডি সৃষ্টি, অস্তিত্ববিহীন মালামাল মজুদ দেখিয়ে ঋণ প্রদানে ব্যাংকের ৩৯০.২৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'র ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আইটিএফডি কর্তৃক অনুমোদিত গুলশান শাখার গ্রাহক মেসার্স আনুন হাই নীটওয়্যার লিমিটেড এর ঋণের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- আর্থিক ক্ষমতা ও অনুমোদিত ঋণপত্র সীমা লংঘন করে বিটুবি আইএলসি(ডেফার্ড) ইস্যু করে ফোর্সড লোন সৃষ্টি এবং ঋণপত্র সংশ্লিষ্ট মালামালের অস্তিত্ব নেই এরূপ স্বীকৃত ঋণপত্রের দায়সহ মোট ৩,৯০,২৮,২৭২ টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে (যার বিবরণ পরিশিষ্ট " ২ " তে প্রদর্শিত হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রধান কার্যালয়ের ২২-০৪-২০১০খ্রিঃ ও ২৬-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরীপত্রের "ক" নং শর্ত মোতাবেক ফোর্স লোন সৃষ্টি করা যাবে না। এরূপ শর্তে বিটুবি ঋণপত্র সীমা ১০০ কোটি ও পিসি ঋণসীমা ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী দেয়া হয়। তাছাড়া ব্যাংকের আর্থিক ক্ষমতা নির্দেশনা ২০১০ ও ২০১২ তে শাখা পর্যায়ের AGM এর আর্থিক ক্ষমতায় উক্ত টাকা দেয়া আছে। প্রধান কার্যালয় হতে প্রয়োজনীয় মনিটরিং না থাকায় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র মঞ্জুরী সীমা অতিক্রম করে ঋণপত্র খুলে রপ্তানি না করে ০৫-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখের নির্দেশনা মোতাবেক ৭টি ঋণপত্রের দায় ৯৯,৭৮,৫৬২ টাকা ফোর্স লোন সৃষ্টি করা হয়, যার অধিকাংশই ক্রস পেমেন্ট দেখানোর কারণে ফোর্স লোন সৃষ্টি হয়েছে, যা সম্পূর্ণ অনিয়মিত। তাছাড়া ১০.০০ লক্ষ টাকার পিসির বিপরীতে বর্তমানে দায় ২১,৮৯,৬৯১ টাকা।
- প্রধান কার্যালয়ের ০৫-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখের ১৯৯ নম্বর নির্দেশনা অনুযায়ী স্বীকৃত ঋণপত্রের দায় ১১-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ফোর্স লোন সৃষ্টি করে সমন্বয়ের নির্দেশনা থাকলেও ২,০৭,৪৩০ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বাংলাদেশী মুদ্রায় ১,৬৫,৪৮,৭৬৫ টাকার (যা ১.০০ কোটি টাকা মঞ্জুরী সীমার আওতায়) ১৬টি স্থানীয় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের দায় ফোর্স লোন করা হয়নি। উক্ত ঋণপত্র সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ রপ্তানি মালামালের অস্তিত্ব না থাকলেও আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তাছাড়া প্রধান কার্যালয়ের আইটিএফডি এর ৩০-০৯-২০০৭খ্রিঃ তারিখের আদেশ নং ৩০৮৪ মোতাবেক স্বীকৃতিপত্র দেয়ার পূর্বে মালামাল গুদামজাতের সনদ না করে কেবল Accommodation বিলের মাধ্যমে ব্যাংকের টাকা উত্তোলন করা হয়েছে।
- বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া কোন শাখা কর্তৃপক্ষের স্থানীয় ঋণপত্র (ডেফার্ড) খোলার ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও ৩টি আই এলসি ডেফার্ড ঋণপত্র খুলে ৮৭,৭৭,৩৯৬ টাকার স্বীকৃতপত্র ইস্যু করায় বর্তমানে তা ফোর্সড পিএডি হয়েছে। প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ফান্ডেড ও নন ফান্ডেড দায়ের বিবরণী প্রধান কার্যালয়ে প্রেরিত হলেও প্রধান কার্যালয়ের তদারকীর অভাবে ব্যাংকিং নিয়মাচার বহির্ভূত এ ধরণের Transaction সংঘটিত হয়েছে। কেবল তাই নয় রপ্তানিকারক একই শাখার হওয়ার কারণে এ তিনটি রপ্তানির বিপরীতে আইবিপি দায় ৭৭,৫০,২০০ টাকা সহ আরো পাঁচটি আইবিপি দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।
- ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে মালামাল শীপমেন্টের তারিখের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ব্যাক টু ব্যাক খোলা হয়েছে যা মূলত Stock lot হওয়ার ক্ষেত্র ত্বরান্বিত করেছে।
- প্রতিটি ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট Desk Officer স্বীকৃত ঋণপত্রের দায় উল্লেখ করে নোট উপস্থাপন করলেও তা আমলে না নিয়ে শাখা প্রধান নিয়মনীতি উপেক্ষা করে পূর্বের দেয় ঋণপত্রের সংশ্লিষ্ট মালামাল শীপমেন্ট না হওয়া সত্ত্বেও ক্রমাগত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খুলে দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বর্তমানে গ্রাহককে কোন এলসি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। ঋণ কভার করে মর্টগেজ নেওয়ার চেষ্টা চলছে। বর্তমানে ক্রস পেমেন্ট করা হয়না। প্রধান কার্যালয়ের ২৫-০৩-১৩খ্রিঃ তারিখের আইটিএফডি/১০৬১ মোতাবেক ৩টি আইএলসি ডেফার্ডসহ অন্যান্য আইএলসি পিএডি করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- আলোচ্য ঋণসমূহ আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে প্রদান করা হয়েছে। আইএলসি ডেফার্ড করার বৈধতা ছিল না। ফোর্সড লোন করলেও টাকা আদায় হয়নি।

- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৯-১২-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের পিসি দায়সহ সকল দায় আদায়ে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এছাড়াও সংগঠিত অনিয়মের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে সর্বমোট ১৭জন কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেবে ইতোমধ্যে অভিযোগনামা জারী করা হয়েছে। আপত্তি সংশ্লিষ্ট সমুদয় টাকা আদায় করে এবং গৃহীত প্রশাসনিক ব্যবস্থার অগ্রগতি জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২৬-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিবর্গের / প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৩।

শিরোনামঃ অনিয়মিতভাবে আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে ঋণপত্র খোলা এবং ডকুমেন্ট ছাড় করায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ২৯৮.৫৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'র ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আই টি এফ ডি এর অধীন রাজশাহী কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স এফ আর ট্রেডিং এর ঋণপত্র ও পিএডি সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং না থাকায় আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে শাখা প্রধানের নিজ ঝুঁকিতে ঋণপত্র খোলা এবং টাকা না নিয়ে ডকুমেন্ট এ্যানডোর্স করায় ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত পিএডি দায়ের ২,৯৮,৫৫,৫৯৫ টাকা আদায় অনিশ্চিত (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৩" তে প্রদর্শিত হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- ২০১০ সালের সোনালী ব্যাংকের ব্যবসায়িক ক্ষমতার নির্দেশনা মোতাবেক প্রাইভেট ব্যবসার ক্ষেত্রে মার্জিন রেখে প্রাইভেট ফার্মের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ টাকা ঋণপত্র (সাইট ভিত্তিতে) খোলার ক্ষমতা এজিএম পর্যায়ে শাখা প্রধানের রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকার ঋণ সীমা অতিক্রম করে ঋণপত্র খোলা হয়েছে। যা ঋণপত্র খোলার অপব্যবহার। ২০১২ সালের আর্থিক ক্ষমতায় একই পর্যায়/ধাপ বহাল রাখা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ১৬টি ঋণপত্রের বিপরীতে ৩.১৬ কোটি টাকার ঋণপত্র খুলে ৬/৭ গুণ দায় বৃদ্ধি গুরুতর অনিয়ম।
- আমদানিকৃত মাল মূলতঃ ফল ও পিঁয়াজ যা পঁচনশীল দ্রব্য। ১০০% এর নীচে মার্জিন রেখে ঋণপত্র খোলাকে সোনালী ব্যাংক থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত হয়নি।
- পিএডি দায় মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও তা আমলে না নিয়ে ক্রমাগত ঋণপত্র খুলে দায় বাড়ানো হয়েছে।
- ঋণপত্রের বিপরীতে ডকুমেন্ট আসার পর সম্পূর্ণ টাকা না নিয়ে পিএডি করে ডকুমেন্ট ছাড়করণ করা গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- পিএডি সমন্বয় ও ৪৩/২০১২ সংশ্লিষ্ট ঋণপত্রের Bill of Entry গ্রাহক জমা না দেয়ায় উক্ত পিএডি সংশ্লিষ্ট মালামাল বাস্তবে আমদানি হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শাখা হতে PAD Outstanding সহ Funded এবং Non-funded দায়ের চিত্র প্রধান কার্যালয়ে প্রেরিত হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ১২/১৩ বছর যাবৎ গ্রাহক কম মার্জিনে পঁচনশীল দ্রব্য আমদানি করছেন ও শাখা ক্রমাগত আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করছেন এ বিবরণ প্রধান কার্যালয় পেলেও এ বিষয়ে মনিটরিং ও তদারকী না থাকায় গুরুতর অনিয়ম সংঘঠিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অর্থঋণ আইন ২০০৩ মোতাবেক গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সহ ফৌজদারী মামলা দায়েরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশও দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- দীর্ঘ ১২/১৩ বৎসর অনিয়মের মাধ্যমে ঋণপত্র ব্যবসা পরিচালনা করলেও প্রধান কার্যালয়/জিএম অফিস হতে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ অনিয়ম এড়ানো সম্ভব ছিল।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে।পরবর্তীতে ২৯-১২-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। PAD দায় সমন্বয়ের জন্য আইনী প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হলে গ্রাহক হাইকোর্টে রিট করেন। হাইকোর্টে নির্দেশের বরাতে ঋণ পরিশোধের সময়-সীমা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে গ্রাহক ৭,৭৮,০০০ টাকা জমা দিয়ে অতিরিক্ত সময় চেয়ে পুনরায় হাইকোর্টে আবেদন করেছেন। ঋণের অর্থ আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। গ্রাহকের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জড়িত কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে ২৬-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিবর্গের / প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৪—

অনুঃ ০৪ ।

শিরোনাম ঃ একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান একে অপরের উপর ঋণপত্র স্থাপন দেখিয়ে অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি বিল ক্রয়ের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের ১১৯৮০৯.৭৫ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'র ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আইটিএফডি এর আওতাধীন হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখার গ্রাহক হলমার্ক গ্রুপ, টিএন্ড ব্রাদার্স গ্রুপ, নকশী গ্রুপ ও প্যারাগণ গ্রুপ এর ঋণপত্র খোলা এবং অভ্যন্তরীণ বিল ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের যোগসাজসে একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান একে অপরের উপর ঋণপত্র স্থাপন দেখিয়ে অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি বিল ক্রয়ের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের ১১৯৮,০৯,৭৫,২০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে (যার বিবরণ পরিশিষ্ট " ০৪ " এ দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- হলমার্ক গ্রুপভুক্ত হলমার্ক ফ্যাশন লিঃ, টি এন্ড ব্রাদার্স গ্রুপের টি এন্ড ব্রাদার নীট কম্পোজিট লিঃ, প্যারাগণ নীট কম্পোজিট লিঃ কে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত এলসি সীমা যথাক্রমে ১৫.০০ কোটি ২৪.০০ কোটি ও ১০.০০ কোটি টাকা। শাখার সংশ্লিষ্ট সময়ে কর্মরত ব্যাংকারদের যোগসাজসে ঋণপত্র সীমার তোয়াক্কা না করে একই গ্রুপের প্রতিষ্ঠানের একে অপরের উপর একই শাখা হতে ঋণপত্র স্থাপনের নামে শাখায় কোন ঋণপত্রের তথ্য প্রমাণাদি না রেখে অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ রপ্তানি বিল ক্রয় করে ফান্ডেড দায় সৃষ্টির মাধ্যমে জড়িত টাকা আত্মসাৎ করা হয়।
- সোনালী ব্যাংকের Business Power ২০১০ ও ২০১২ তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন অংশে অভ্যন্তরীণ বিল ক্রয়ের সীমারেখা না থাকায় শাখা প্রধান এই সুযোগের অপ-ব্যবহার করে এই খাতে এক হাজার কোটি টাকার উপরে ফান্ডেড দায় হিসাবে বিল ক্রয় করা হয়। বিস্তারিত যাচাইয়ে দেখা যায় হলমার্ক গ্রুপভুক্ত ম্যাক্স স্পিনিং মিল ও আনোয়ার স্পিনিং মিল এর আইবিপি ২৮-০৩-১২খ্রিঃ ও ২৯-০৩-১২খ্রিঃ তারিখে ক্রয় দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ২১৭.৫২ কোটি ও ২১০.৩৯ কোটি টাকা।
- প্রতিনিয়ত বড় অংকের ফান্ডেড দায় সৃষ্টির প্রতিবেদন ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন ও নন ফান্ডেড এবং ফান্ডেড দায় এর মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন আইটিএফডিতে আসলেও বিষয়টির উপর নজরদারী না থাকায় অনিয়মিতভাবে ঋণপত্র খোলা হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ বিল ক্রয় দেখিয়ে অর্থ আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- হলমার্ক গ্রুপের ম্যাক্স স্পিনিং ও আনোয়ার স্পিনিং অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠান যাদের ঠিকানাও হলমার্কের ঠিকানাতেই। প্রতিষ্ঠানের IRC, ERC বাংলাদেশ ব্যাংকের Borrower কোড এবং নিবন্ধণ অধিদপ্তরের কোন ব্যবসায়িক সনদ নেই।
- বিস্তারিত যাচাইয়ে দেখা যায় যে, প্রতিটি ঋণপত্রের ক্ষেত্রে হলমার্ক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২৭৮টি ঋণপত্রের মূল্য দেখানো হয়েছে ৫০০০ মার্কিন ডলার করে। ব্যবসায়িক আর্থিক ক্ষমতায় ঋণপত্রের ৮০% বিল ক্রয়ের বিধান থাকলেও ৯০% করে বিল ক্রয় দেখিয়ে সময় ভেদে কোন ক্ষেত্রে কম কোন ক্ষেত্রে বেশী বিল মূল্য দেখানোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সময়ের ডলার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য না রেখে বিল ক্রয় দেখানো হয়।
- শাখা হতে তৈরীকৃত ৬টি গ্রুপের আর্থিক দায়ের যে প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে, তাতে স্বীকৃত ঋণপত্রসহ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রকে ভূয়া হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ফলে এই জাতীয় ভূয়া ঋণপত্রে রপ্তানিকারকের বিল ক্রয়ের পর তা সমন্বিত না হয়ে ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় এবং এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় বিনিয়োগকৃত এই অর্থ সোনালী ব্যাংকের ক্ষতি।
- ব্যাংক এর নিজস্ব নিরীক্ষা করে যে অনিয়ম পাওয়া গেছে, তা হলো- ডকুমেন্টস দাখিলের পূর্বে স্বীকৃতি প্রদান, উৎপাদন ক্ষমতা যাচাই না করে ডেফার্ড লোকাল এলসি খোলা, ভূয়া স্পিনিং মিলস দেখিয়ে চলতি হিসাব খুলে তাদেরকে বেনিফিসিয়ারী দেখিয়ে ঋণপত্র খোলা হয়েছে। আইবিপি চলতি হিসাবে জমার পরিবর্তে রপ্তানিকারকের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও ব্যাংক কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩২ জন কর্মকর্তার মধ্যে ২২ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ২ জন ডিএমডিকে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এমডি ও অপর ৭জন কর্মকর্তা অবসরে গমন করায় আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। বিষয়টি দুদকে তদন্তাধীন আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- প্রধান কার্যালয় হতে সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সোনালী ব্যাংকের এই ক্ষতি অনেকটাই এড়ানো সম্ভব ছিল।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৯-১২-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তিকৃত অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৩ জন ব্যাংক নির্বাহী/কর্মকর্তা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার আসামী, যারা বর্তমানে জেল হাজতে/পলাতক রয়েছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের আইবিপি দায়সহ সার্বিক দায়-দেনা জামানত সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার অগ্রগতি এবং আপত্তিকৃত টাকা আদায়ে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২২-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিবর্গের / প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৫।

শিরোনাম ঃ ভূয়া রপ্তানি বিল ক্রয় করায় রপ্তানি প্রত্যাবাসনের সুযোগ না থাকাতে ব্যাংকের ক্ষতি ২১৯৫৮.৫০ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আইটি এফ ডি (International Trade & Finance Division) এর আওতাধীন হোটেল শেরাটন শাখার গ্রাহক হলমার্ক গ্রুপ, টিএন ব্রাদার গ্রুপ, প্যারাগণ গ্রুপ ও ডিএন গ্রুপের ঋণপত্র ও রপ্তানি বিল ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- যথাযথ তদারকীর অনুপস্থিতিতে ভূয়া রপ্তানি বিল ক্রয় করায় রপ্তানি প্রত্যাবাসনের সুযোগ না থাকাতে ব্যাংকের ২১৯,৫৮,৪৯,৭০৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৫" এ দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ব্যবসায়িক আর্থিক ক্ষমতা ২০১০ ও ২০১২ তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন অংশে অভ্যন্তরীণ রপ্তানি বিল ও বৈদেশিক রপ্তানি বিল ক্রয়ের সীমারেখা না থাকায় শাখা প্রধান ক্ষমতার অপ-ব্যবহার করে ১২০০ (এক হাজার দুইশত) কোটি টাকার ভূয়া রপ্তানি বিল ক্রয় করায় বর্ণিত টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- শাখা হতে অক্টোবর/২০১১ মাস হতে মে/২০১২ পর্যন্ত সময়ে পিএডি ২৬৮.৭০ কোটি, আইবিপি ১৩০০ কোটি ও এফবিপিএন ২২০ কোটি টাকা মোট ১৭৮৮.৭০ কোটি.টাকা ফান্ডেড দায় সৃষ্টি করে ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন এ অবহিত করলেও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এ অনিয়ম সংঘঠিত হয়েছে।
- শাখার ঋণপত্র, এফ.বি.পি.এন এর বিস্তারিত হিসাব এ খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত ডকুমেন্টস সংরক্ষিত না থাকায় বিস্তারিত হিসাব যাচাই করা যায়নি। তবে শাখার রপ্তানি-কারকের ডকুমেন্টস বিদেশী ব্যাংকে প্রেরণ না করায় ও বাস্তবে রপ্তানি না হওয়াতে (বিস্তারিত রপ্তানি ডকুমেন্টস শাখায় সংরক্ষিত নাই) ক্রয়কৃত বিল ভূয়া হওয়ায় অর্থ সংশ্লিষ্ট রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনের সুযোগ ছিল না। ডকুমেন্টস বিদেশে প্রেরণ না করায় প্রদর্শিত বিদেশী ব্যাংকের আমদানি সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ শাখার রপ্তানিকারকের ডকুমেন্টস সমূহ ভূয়া ছিল। এ জাতীয় অবৈধ বিনিয়োগ দেখিয়ে ব্যাংক হতে অর্থ বের করায় সোনালী ব্যাংকের জন্য এটা বড় ঝুঁকি।
- প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, প্যারাগণ নীট কম্পোজিট ও নকশী নীট কম্পোজিটের ১০টি ভূয়া বিল ক্রয় করে গ্রাহকের সানড্রি হিসাবে জমা করে। পরবর্তীতে ট্রান্সফার করে হলমার্ক গ্রুপের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। অনুরূপভাবে হলমার্কের ১২টি ভূয়া বিল করে নকশী গ্রুপের চলতি হিসাবে স্থানান্তর করে। ফলে এ জাতীয় ভূয়া বিল ক্রয় করার কারণে বাস্তবে রপ্তানী কাজ সম্পাদিত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩২ জন কর্মকর্তার মধ্যে ২২ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ২ জন ডিএমডিকে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এমডি ও অপর ৭ জন কর্মকর্তা অবসরে গমন করায় আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। বিষয়টি দুদকে তদন্তাধীন আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- প্রধান কার্যালয় হতে সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সোনালী ব্যাংকের এই ক্ষতি অনেকটাই এড়ানো সম্ভব ছিল।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৯-১২-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তিকৃত অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৩ জন ব্যাংক নির্বাহী/কর্মকর্তা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার আসামী, যারা বর্তমানে জেল হাজতে/পলাতক রয়েছেন। জবাবে আরো জানানো হয় যে, সৃষ্ট দায়সহ সার্বিক দায়-দেনা জামানত সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার অগ্রগতি এবং আপত্তিকৃত টাকা আদায়ে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২২-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিবর্গের / প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৬।

শিরোনামঃ আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে ঋণপত্র খোলা এবং ডকুমেন্টস এনডোর্স করায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ২১৮৬০.২৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'র ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আইটি এফডির আওতাধীন হোটেল শেরাটন শাখার পিএডি সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ব্যবসায়িক ক্ষমতা লংঘন করে ঋণপত্র খোলা এবং টাকা না নিয়ে ডকুমেন্টস এনডোর্স করায় ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত পিএডি দায়ের ২১৮,৬০,২৩,৩৯০ টাকা আদায় অনিশ্চিত (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৬" এ দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- ২০১০ সালের সোনালী ব্যাংক ব্যবসায়িক ক্ষমতা নির্দেশনা মোতাবেক মার্জিন সংরক্ষণ ভেদে ডিজিএম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আর্থিক ক্ষমতা দেয়া রয়েছে যা ২০১২ সালের আর্থিক ক্ষমতায় একই ধাপ/পর্যায় বহাল রাখা হয়। উক্ত আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে ১০০% বা ৫০% মার্জিন সংরক্ষণ ছাড়াই আমদানি ঋণপত্র (সাইট ও ডেফার্ড ভিত্তিতে) খুলে ডকুমেন্টস এনডোর্স করা হয়।
- হলমার্ক টিএন ব্রাদার সহ ৩/৪ টি গ্রুপের ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র ও পিএসসি এর জন্য নির্ধারিত অংকের মঞ্জুরীপত্র থাকলেও আমদানি ঋণপত্রে কোন সীমা রেখা ছিল না।
- বর্তমানে প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ। দুদক কর্তৃক মামলা প্রক্রিয়াধীন। অধিকাংশ ডকুমেন্টস দুদক কর্তৃক জব্দ করা হয়। ফলে চাহিদা মাফিক বিস্তারিত তথ্য না পাওয়া গেলেও প্রতিষ্ঠানসমূহে এম.ডি/চেয়ারম্যান কারাবন্দী ও আত্মগোপন করায় এবং ঋণ সমূহের বিপরীতে উল্লেখযোগ্য জামানত না থাকায় ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা নেই।
- শাখা হতে ঋণপত্র খোলার পর এর তথ্য প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত হওয়ায়, তাছাড়া স্বীকৃত ঋণপত্রের মাসিক/ত্রৈমাসিক বিবরণী প্রধান কার্যালয়ে আসে। প্রধান কার্যালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ জাতীয় অনিয়ম এড়ানো সম্ভব হতো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩২ জন কর্মকর্তার মধ্যে ২২ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ২ জন ডিএমডিকে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এমডি ও অপর ৭ জন কর্মকর্তা অবসর এ গমন করায় আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। বিষয়টি দুদকে তদন্তাধীন আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- প্রধান কার্যালয় হতে সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সোনালী ব্যাংকের এই ক্ষতি অনেকটাই এড়ানো সম্ভব ছিল।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৯-১২-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তিকৃত অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৩ জন ব্যাংক নির্বাহী/কর্মকর্তা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার আসামী, যারা বর্তমানে জেল হাজতে/পলাতক রয়েছেন। জবাবে আরো জানানো হয় যে, বিভারভিউ ইন্ডষ্ট্রিজ এর নামে সৃষ্ট পিএডি আদায়ের জন্য মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন। দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার অগ্রগতি এবং আপত্তিকৃত টাকা আদায়ে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২২-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিবর্গের / প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৭।

শিরোনাম ঃ আর্থিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঋণপত্র খোলা ও ভূয়া ডকুমেন্টের বিপরীতে স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক ফোর্সড লোন সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫৩৯৩.০৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'র ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আইটি এফডি বিভাগের আওতাধীন হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখার গ্রাহক হলমার্ক গ্রুপ, টিএন্ড ব্রাদার গ্রুপসহ ৪টি গ্রুপের ঋণপত্র ও ডিমান্ড লোন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- আর্থিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঋণপত্র খোলা ও ভূয়া ডকুমেন্টের বিপরীতে স্বীকৃতি প্রদান পূর্বক ফোর্সড লোন সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ৫৩,৯৩,০২,৯৪৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে (যার বিবরণ পরিশিষ্ট " ৭" এ দেওয়া হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রধান কার্যালয় যাচাই বাছাই না করে হলমার্ক ফ্যাশনের অনুকূলে ৬.০০ (ছয়) কোটি হতে ১৫.০০ (পনের) কোটি এবং হলমার্ক ডিজাইন ওয়্যার লিঃ এর অনুকূলে ৮.০০ (আট) কোটি টাকা ঋণপত্র সীমা অনুমোদন দেন। শাখা প্রধান আর্থিক ক্ষমতা ও ঋণসীমার তোয়াক্কা না করে ৩১-০৫-১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১৩১৩.০০(এক হাজার তিনশত তের) কোটি টাকার ঋণপত্র খুলে ১১৪৭.৩৭ কোটি টাকার স্বীকৃতিপত্র প্রদান করে। শাখায় উল্লেখযোগ্য নথি সংরক্ষিত নেই। রেজিষ্টার হতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণপত্রের বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ ছাড়াই ঋণপত্র ইস্যু করা হয়েছে। টিএন্ড ব্রাদার্স নীট কমঃ লিঃ সহ অন্যান্য গ্রুপের ক্ষেত্রেও একই অনিয়ম বিদ্যমান আছে।
- প্রধান কার্যালয়ের ২৬-০৮-১২খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-৭৬৩৬ ও ০৫-১১-১২খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-১৯৮৯ এর মাধ্যমে ঋণপত্র সংক্রান্ত মঞ্জুরীপত্রের ভূয়া/নাম সর্বস্ব সরবরাহকারী ব্যতীত দেয় স্বীকৃতিপত্রের সঠিকতা যাচাই করে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করার অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূয়া ডকুমেন্টের বিপরীতে দেয় স্বীকৃতি পত্রের অন্য ব্যাংকের দায় মিটাতে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করা হয়েছে।
- এই খাতে হলমার্ক এর ক্ষতিকৃত অর্থের পরিমাণ ৪৫.২৭ কোটি, টিএন্ড ব্রাদার্স নীট কমঃ লিঃ এর ৮.২৫ কোটি সহ ৪টি গ্রুপের মোট ক্ষতিকৃত অর্থের পরিমাণ ৫৩.৯৩ কোটি টাকা। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় এবং দুদক কর্তৃক মামলা প্রক্রিয়াধীন থাকায় জড়িত ঋণ আদায় অনিশ্চিত। গ্রুপের মোট দায়ের বিপরীতে জামানতের পরিমাণ অত্যন্ত অপ্রতুল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩২ জন কর্মকর্তার মধ্যে ২২ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ২ জন ডিএমডি'র বিরুদ্ধে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এমডি ও অপর ০৭ জন কর্মকর্তা অবসরে গমন করায় আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। বিষয়টি দুদকে তদন্তাধীন আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- প্রধান কার্যালয় হতে সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সোনালী ব্যাংকের এই ক্ষতি অনেকটাই এড়ানো সম্ভব ছিল।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৯-১২-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তিকৃত অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৩ জন ব্যাংক নির্বাহী/কর্মকর্তা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার আসামী, যারা বর্তমানে জেল হাজতে/পলাতক রয়েছেন। জবাবে আরো জানানো হয় যে, আলোচ্য অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ততা প্রতীয়মান হওয়ায় ব্যাংকের উর্ধতন নির্বাহীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ৩২ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার অগ্রগতি এবং আপত্তিকৃত টাকা আদায়ে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২২-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিবর্গের / প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ৮।

শিরোনামঃ মঞ্জুরী সীমাতিরিক্ত ঋণপত্র খুলে দায় সৃষ্টি, এলটিআর ঋণে বিশ্বাস ভংগ, প্রতারণার বিপরীতে ফোর্সড পিএডি ও লিম সৃষ্টি করেও ঋণ আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ১৭০৬৯.৮৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আইটিএফডি এর আওতাধীন আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখার তিনজন গ্রাহক যথাক্রমে মেসার্স মহিউদ্দিন কর্পোরেশন, মেসার্স জাসমির ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনারী লিঃ এবং মেসার্স কামাল এন্টারপ্রাইজ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় মঞ্জুরী সীমাতিরিক্ত ঋণপত্র খুলে দায় সৃষ্টি, এলটিআর ঋণে বিশ্বাস ভংগ, প্রতারণার বিপরীতে ফোর্সড পিএডি ও লিম সৃষ্টি করেও ঋণ আদায় করতে না পারায় ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত ১৭০,৬৯,৮৮,০৯৯ টাকা আদায় অনিশ্চিত (**যার** বিবরণ পরিশিষ্ট "৮" এ দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- মেসার্স মহিউদ্দিন কর্পোরেশন এর অনুকূলে সাইট ও ডেফার্ড ঋণপত্র সীমা ৫০(পঞ্চাশ) কোটি টাকা যার মধ্যে ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকার ১২০ দিন মেয়াদে এলটিআর ২১-০৬-১১খ্রিঃ তারিখে অনুমোদন দেয়া হয়। প্রধান কার্যালয়ের ২২-১২-১১খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে দেখা যায় ৫০ কোটি টাকার ঋণপত্র সীমার বিপরীতে ৩(তিন) গুণ পরিমাণ এলসি খুলে বাড়তি দায় সৃষ্টি করা হয়। তাছাড়া মঞ্জুরী শর্ত বহির্ভূতভাবে স্থানীয় এলসির বিপরীতে ঋণপত্র খুলে এলটিআর দায় সৃষ্টি করা হয়। ফান্ডেড ও নন -ফান্ডেড দায়ের বিবরণী সংশ্লিষ্ট বিভাগে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আসে। সুষ্ঠু মনিটরিং থাকলে এইরূপ অনিয়ম এড়ানো সম্ভব ছিল।
- সকল এলটিআর এর মেয়াদ বহু পূর্বেই উত্তীর্ণ হয়। তাছাড়া একটি স্বীকৃত ডেফার্ড আইএলসি ডকুমেন্টস এ্যানডোর্স করার পর অসংখ্যবার যোগাযোগ করেও গ্রাহক ব্যাংক মুখী হয়নি। ফলে উপায়ন্তর বিহীনভাবে শাখা ফোর্সড পিএডি করে অন্য ব্যাংকের ৮,৫২,৩২১,২৪৮ টাকা পরিশোধ করে। আই এলসি ডেফার্ড খোলা ব্যাংক নীতিমালার পরিপন্থী।
- গ্রাহকের শ্রেণীকৃত এলটিআর ও পিএডি ঋণের পরিমাণ ৪০,৫৭,০৪,৭০৩ টাকা। যার বিপরীতে ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকার চেক দিয়ে অর্থ না থাকার কারণে প্রত্যাখাত(Dishonoured) হয় যা এনআই এ্যাক্ট ১৮৮১ এর ১৩৮ ও ১৪০ ধারা মোতাবেক গুরুতর অপরাধ।
- শাখার ২৮-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখের পত্র অনুযায়ী এলটিআর এর মালামাল না থাকলে ফৌজদারী মামলা দায়ের হবে। বাস্তবে মালামাল আছে কিনা ৩০-০৬-১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কোন প্রতিবেদন তৈরী করা হয়নি।
- অনুরূপ অনিয়ম মেসার্স জাসমির ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনারী লিঃ এর ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। গ্রাহকের এলটিআর এর লিমিট ছিল ৮০(আশি) কোটি টাকা। যার বিপরীতে এলটিআর সৃষ্টিকালীন দায় করা হয় ১০৩.৩২ কোটি টাকা। এলটিআর ও ঋণপত্রসহ মোট ১০০ (একশত) কোটি টাকার বেশী দায় সৃষ্টি না হওয়ার শর্ত থাকলেও পিএডিসহ মোট দায় সৃষ্টি করা হয় ১২৬.৯৫ কোটি টাকা। ফলে মঞ্জুরী শর্তাদি উপেক্ষা করার কারণেই এ-জাতীয় অনিয়মিত দায় সৃষ্টি হয়। গ্রাহকের ৩১-০৫-১৩খ্রিঃ ভিত্তিক বর্তমান দায় ৯৯,৫২,২৭,৯৫০ টাকা। তাছাড়া গ্রাহক মহিউদ্দিন কর্পোরেশনের ন্যায় ৮০ (আশি) কোটি টাকার চেক ব্যাংকের অনুকূলে দিলেও তা প্রত্যাখাত(Dishonoured) হয়েছে। গ্রাহকের অনুকূলে স্থাপিত এল.সি নং-০৩৪২১১০১০০৩৩ তারিখ-০৭-০৪-১১খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৩০,৯৭,৪৮২.৪০ লক্ষ মার্কিন ডলারের ঋণপত্র খোলার পর শাখার ডকুমেন্টস পৌছালে অর্থ পরিশোধ করে দলিলাদি গ্রহণপূর্বক মাল ছাড়করণের অনুরোধ করলেও প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করে ২০-১০-১১খ্রিঃ তারিখেই প্রতারণার মাধ্যমে মালামাল খালাস করে নেয়। উপায় বিহীনভাবে শাখা ফোর্সড পিএডির মাধ্যমে ৩০-১০-১১খ্রিঃ তারিখে বিদেশী ব্যাংকের দায় পরিশোধ করে। এ জাতীয় কার্যক্রম সিআরপি (ক্রিমিনাল রুলস এন্ড প্রসিডিওর) এর আওতাধীন।
- প্রধান কার্যালয়ের আইটিএফডি এর ২৫-০৭-১০খ্রিঃ তারিখের তাগিদপত্র নম্বর-০৫ হতে দেখা যায় গ্রাহক ঋণপত্র সীমা ৪০(চল্লিশ) কোটি ও এলটিআর ৩৫ (পয়ত্রিশ) কোটি টাকার মঞ্জুরী প্রক্রিয়াধীন ছিল। সেটি আমলে না নিয়ে ১৭-০১-২০১১খ্রিঃ তারিখের ১৭৮ নম্বর বোর্ড সভায় একই গ্রাহকের অনুকূলে ঋণপত্র সীমা ১০০ (একশত) কোটি এ এলটিআর ৮০ (আশি) কোটি টাকা মঞ্জুরী দেয়া হয়। যা মূলত স্ব-বিরোধী নয় অযৌক্তিকও বটে। এ জাতীয় অনৈতিক সুবিধা প্রদানের কারণেই গ্রাহক ঋণ পরিশোধে উদাসীন।
- মেসার্স কামাল এন্টারপ্রাইজের ক্ষেত্রে মহিউদ্দিন কর্পোরেশনের ন্যায় অনিয়ম বিদ্যমান। গ্রাহক ব্যাংকের সাথে কোন যোগাযোগ করে নাই। চেক ইস্যু করে গ্রাহক প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে।

- গ্রাহক কাঠ আমদানি করে মাল খালাসে উদাসীন থাকায় ২৬-০৬-১২খ্রিঃ তারিখে ফোর্সড লিম ১৯৬.২৭ লক্ষ টাকা সৃষ্টি করে বন্দর হতে মাল খালাস করান। লিমের কোন মঞ্জুরী ছিল না, এটি শাখা প্রধানের আর্থিক ক্ষমতার বহির্ভূত কর্মকান্ড হিসেবে গণ্য।
- ০৩ (তিন) জন গ্রাহকের মোট দায় ১৭০.৭০ কোটি টাকার বিপরীতে ৫৬.৭৩ কোটি টাকার জামানত থাকায় বাস্তবে ঋণ আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- গ্রাহকদের বিরুদ্ধে এনআই এ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে। মেসার্স জাসমির ভেজিটেবল অয়েল লিঃ ঋণ পরিশোধে এগিয়ে আসছেন। কামাল এন্টারপ্রাইজ সংশ্লিষ্ট চারজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে চার্জ সৃষ্টি করা হয়, যা শৃংখলা ও আপিল বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া জি.এম চট্টগ্রাম কর্তৃক ৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তাকে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্ত উপেক্ষা করে স্থানীয় ঋণপত্র ডেফার্ড খোলাসহ বর্ণিত অনিয়মের কারণে ঋণ আদায় হয়নি ।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯-১২-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, বর্ণিত অনিয়মের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা হিসেবে ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক চার্জশীট ইস্যু করা হয়েছে। দায়েরকৃত মামলার অগ্রগতির বিষয়ে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে ২২-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিবর্গের / প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৯।

শিরোনামঃ প্রধান কার্যালয় হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ও ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত উপেক্ষা করে এলটিআর ও বাধ্যতামূলক পিএডি সৃষ্টির অপেক্ষায় থাকা ৯৩৮.৩১ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'র ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আইটিএফডি অনুমোদিত গুলশান শাখার গ্রাহক মেসার্স রোজবার্গ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয় হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ও ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত উপেক্ষা করে এলটিআর মঞ্জুরী ও বাধ্যতামূলক পিএডি সৃষ্টির অপেক্ষায় থাকা ৯,৩৮,৩০,৭৩৩ টাকা আদায় অনিশ্চিত (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৯" এ প্রদর্শিত)।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রধান কার্যালয়ের ০৩-০৮-২০১১খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরীপত্র নং আইটিএফডি/আমদানি/রোজবার্গ/৭৭৩ মোতাবেক এক বছর মেয়াদী ৮.৫০ কোটি টাকা এলসি সীমা অনুমোদন দেয়া হয়। এর মধ্যে ৫.০০ কোটি সাইট ও ৩.৫০ কোটি টাকা ডেফার্ড। শর্ত ছিলো এলটিআর সীমা থাকবে ৪.৫ কোটি ১৮০ দিন মেয়াদে। ঋণপত্র এমনভাবে খুলতে হবে যাতে এলটিআর ও সাইট এলসি মিলে ৮.৫ কোটি টাকা অতিক্রম না করে। আলোচ্য ক্ষেত্রে মঞ্জুরী সীমা লংঘন করে ১৮টি এলটিআর এর বিপরীতে দায় সৃষ্টি করা হয় ৭,৩৩,১৭,৫০৭ টাকা যা বর্তমানে ৯,৩৮,৩০,৭৭৩ টাকা। প্রধান কার্যালয় হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় শাখা প্রধানগণ এরূপ অনিয়ম করেছেন। উক্ত মালামালের বর্তমানে কোন অস্তিত্ব আছে কি না তা নথিতে পাওয়া যায়নি।
- মঞ্জুরীর শর্তানুযায়ী এলটিআর ও ঋণপত্রের দায় মিলে ঋণ সৃষ্টি কালীন সময়ে ৯.৩৬ কোটি টাকা হওয়াতে ৮.৫০ কোটি টাকার সীমারেখা আলোচ্য ক্ষেত্রে পরিপালিত হয়নি।
- ঋণপত্রের মেয়াদ ও এলটিআর মেয়াদ (১৮০ দিন মেয়াদী) দীর্ঘদিন পূর্বে অতিবাহিত হলেও পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় মন্দ ঋণে পরিণত করা হয়নি।
- গ্রাহকের ঋণের বিপরীতে জামানতের পরিমাণ ৫.৫৫ কোটি টাকা। ফলে বিশাল অংকের জামানত ঘাটতি রয়েছে।
- প্রধান কার্যালয় হতে সুষ্ঠু মনিটরিং না করে ২৩-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে ৬৮০ নম্বর মঞ্জুরীর মাধ্যমে বিদ্যমান মেয়াদোত্তীর্ণ এলটিআর কে নবায়ন করা হয়েছে। ফলে গ্রাহকের অনুকূলে দেয় ৯,৩৮,৩০,৭৭৩ টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- LTR দায় ৯,৩৮,৩০,৭৭৩ টাকার দায়ের (ফান্ডেড) প্রাপ্ত তথ্য মতে দেখা যায় ঋণপত্র খোলা ও সমুদয় ডকুমেন্ট তৈরী ও দেয় স্বীকৃতপত্র প্রায় সবই একই তারিখে, যা অবাস্তব। ফলে এলটিআর সৃষ্টি বিধি সম্মত নয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- এলটিআর ফান্ডেড দায় ৯.৩৮ কোটি আদায়ের জোর চেষ্টা অব্যাহত-আছে। মহামান্য হাই কোর্টের নিষেধাজ্ঞা থাকায় এলটিআরকে মন্দ ঋণ করা হয়নি। আইনজীবীর পরামর্শ অনুযায়ী ফোর্সড পিএডি সৃষ্টি করা হয়নি। দায় আবৃত করে জামানত প্রদানের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে সুবিধা প্রদান করাই সকল অনিয়মের মূল কারণ। জামানত ঘাটতি থাকায় ঋণ আদায় অনিশ্চিত।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৯-১২-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক কর্তৃক দায়েরকৃত রীট ভ্যাকেটের জন্য আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং গ্রাহককে সমুদয় দায় কভার করে জামানত প্রদান করার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে'। রীট ভ্যাকেটসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের অগ্রগতির বিষয়ে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২২-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিবর্গের / প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫—

অনুঃ ১০।

শিরোনামঃ গ্রাহক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি বন্দর হতে ছাড় না করায় ব্যাংক ফোর্সড লিম বৃদ্ধি করায় ও ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত লিমের ৭০০২.৭৪ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-১ এর আওতাধীন হোটেল শেরাটন শাখার গ্রাহক হলমার্ক স্পিনিং মিলস লিঃ এর প্রকল্প মঞ্জুরী, ঋণপত্র অনুমোদনের রেকর্ডপত্র ও লিম সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- গ্রাহক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি বন্দর হতে ছাড় না করায় ব্যাংক ফোর্সড লিম সৃষ্টি করায় ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত লিমের ৭০,০২,৭৩,৫৯৭ টাকা আদায় অনিশ্চিত (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১০" এ দেওয়া হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- গ্রাহকের অনুকূলে ৫০% ইকুইটিতে ৫.১২ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ২৭-০৪-১১ তারিখে পত্র নম্বর-৭৭১ এর মাধ্যমে মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের ১১-১০-১১খ্রিঃ তারিখে যন্ত্রপাতির জন্য L.C খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়। যাঁতে মার্জিন হিসাব ১২.৯৯ কোটি টাকা জমার নিশ্চয়তার শর্ত ছিল। কিন্তু গ্রাহকের উক্ত টাকা জমা ছাড়াই ঋণপত্র খোলা হয়।
- আমদানি মালামাল বন্দরে আসার সন্ধিক্ষণে প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়াতে ১৯-০৬-১২খ্রিঃ তারিখে নির্দেশনা মোতাবেক পোর্ট ডেমারেজ ও নিলামের হাত থেকে রক্ষার জন্য ফোর্সড লিম করে মালামাল বন্দর হতে মুক্ত করা হয়।
- লিম মঞ্জুরীর শর্তানুযায়ী ক্যাশ এলসি আমদানি দলিল গ্রাহক নিজস্ব উৎস হতে ছাড় করাবেন, বাস্তবে তা করা হয়নি। ফলে প্রকল্প বিনিয়োগের ৫১.১২ কোটি টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০.০৩ কোটি টাকা।
- বর্তমানে প্রকল্প স্থানে যন্ত্রপাতি তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে। প্রকল্প ব্যর্থতার কারণে যন্ত্রপাতি বর্তমানে অব্যবহৃত থাকায় ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত উক্ত টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- এলসি খোলার ক্ষেত্রে কোন নোট উপস্থাপন করা হতো না। ফলে এলসির পূর্নাঙ্গ তথ্য শাখায় সংরক্ষিত নেই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আমদানি মালামাল বন্দরে আসার পর প্রতিষ্ঠানের এমডি ও চেয়ারম্যান গ্রেফতার হওয়ায় ইক্যুইটির টাকা জমা করা সম্ভব হয় নাই। প্রকল্পের অনুকূলে ৫৫০ শতাংশ জমি বন্ধক নেওয়া আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- ঋণপত্র খোলার পূর্বেই ইক্যুইটির টাকা জমাযোগ্য ছিল। যা করা হয় নাই। গ্রুপটি চাঞ্চল্যকর আর্থিক কেলেংকারীর সহিত জড়িত। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৯-১২-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, পোর্ট ডেমারেজ ও নিলাম থেকে মালামাল রক্ষার জন্য ফোর্সড লিম সৃষ্টির মাধ্যমে পোর্ট থেকে মেশিনারী ছাড় করে প্রকল্পস্থিত গোডাউনে ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ও তালাবদ্ধ করে সংরক্ষণের জন্য পরিচালনা পর্ষদের ১৩ জুন,২০১২খ্রিঃ তারিখের ২৬১তম সভায় অনুমোদন দেয়া হয়। আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ে গ্রাহকের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২২-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিবর্গের / প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ১১ ।

শিরোনামঃ পূর্বের খেলাপী গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ নিয়মিতকরণের মাধ্যমে ক্রমাগত ঋণসীমা বাড়ানোর পর ঋণ সংশ্লিষ্ট মালামাল আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬৯৩৪.০২ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-১ এর আওতাধীন চট্টগ্রামস্থ লালদিঘী কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স বেঞ্জ ইন্ডাষ্ট্রিজ (বিডি) লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- পূর্বের খেলাপী গ্রাহকের অনুকূলে নিয়মিতকরণের মাধ্যমে ক্রমাগত ঋণসীমা বাড়ানোর পর ঋণ সংশ্লিষ্ট মালামাল আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের ৬৯,৩৪,০২,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১১" এ দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় গ্রাহকের অনুকূলে ১৯৯৮ সালে সিসি ঋণ সীমা ছিল ১.২০ কোটি টাকা মাত্র। তাছাড়া প্রকল্প ঋণের বড় অংকের দায় ছিল। ব্যবসায়িক স্থবিরতাসহ প্রকল্প কার্যক্রম সন্তোষজনভাবে পরিচালিত না হওয়ায় ঋণসমূহ মন্দঋণে পরিণত হয়। ২৬-০২-২০০৬খ্রিঃ তারিখে ২.৪৫ কোটি টাকা সুদ মওকুফের মাধ্যমে পুনঃতফসিল করে ঋণ হিসাব গুলো নিয়মিত করার চেষ্টা করা হয়।
- নিয়মিতকরণের অবসরে গ্রাহকের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পূর্বাপর বিচার না করে নিয়ন্ত্রণবিহীন ঋণ সুবিধা দেওয়াতে ২০১২ সালে সিসি ঋণ ২৫.০০ কোটি হতে ৩০.০০ কোটি করা হয়। ডেফার্ড ঋণপত্রসহ ঋণপত্র সীমা ২৫.০০ কোটি হতে ৪০.০০ কোটি করা হয়। যার মধ্যে এল.টি.আর সীমা ১০.০০ কোটি হতে ২০.০০ কোটি টাকা রাখা হয়। উক্ত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রাহকের অতীত পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা হয়নি।
- জিএম অফিস চট্টগ্রাম এর ২৬-১১-১২খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে দেখা যায় সিসি ঋণ সংশ্লিষ্ট মালামাল গ্রাহক সরিয়ে ফেলেছেন, ডেফার্ড ঋণপত্রের মালামাল অন্যত্র বিক্রি করেছেন। সিসি, পিএডি ও এলটিআর এর ৬২.০০ কোটি টাকার মালামাল বিক্রয়পূর্বক ঋণ হিসাবে জমা করেনি।
- পুনঃতফসিলের কিস্তির জন্য একাধিকবার তাগিদপত্র প্রদান করার পরও গ্রাহক ঋণ পরিশোধ করেনি। ফলে উদ্ভূত অবস্থায় বিআরপিডি-সার্কুলার ৫/২০০৬ মোতাবেক ঋণগুলো শ্রেণীকৃত।
- গ্রাহককে ডেফার্ড ঋণপত্রের সুবিধা দিলেও ডকুমেন্ট এ্যানডোর্স করার পর নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য পরিশোধ না করায় ফোর্সড পিএডি করে অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধ করতে হয়।
- গ্রাহক ঋণ পরিশোধের জন্য একাধিক চেক ইস্যু করলেও তা ক্রমাগত ডিজঅনার হয়। যা ১৮৮১ সালের এনআই এ্যাক্ট এর ১৩৮ ও ১৪০ ধারা মোতাবেক গুরুতর অপরাধ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- গ্রাহক প্রকল্প সুবিধা ভোগ করে ব্যবসা করে আসছিলেন। দূর্ঘটনার কারণে মিলটি ৪/৫ বছর বন্ধ ছিল। কারিগরী প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চলতি মূলধনসীমা বাড়ানো হয়। মালামাল বিক্রির অর্থ ঋণ হিসাবে জমা না করায় স্থানীয় থানায় সাধারণ ডায়রী করা হয়। গ্রাহকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়েরের অনুমতি রয়েছে। গ্রাহকের বিরুদ্ধে N.I Act. এর আওতায় মামলা দায়ের করতে হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- নিয়ন্ত্রণহীন ঋণ সুবিধা প্রদান সঠিক হয়নি। মালামাল বিক্রয় করার পরও ঋণ হিসাবে জমা না করার পরও ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৯-১২-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, হিসাবের বিপরীতে জামানত স্বরূপ গৃহীত কতিপয় চেক Dishonoured হওয়ার প্রেক্ষিতে N.I Act. এর আওতায় ২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। রীট ভ্যাকেটসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের অগ্রগতির বিষয়ে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২২-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিবর্গের / প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ১২।

শিরোনামঃ Fund Divert করা গ্রাহকের অনুকূলে বিআরপিডি ও বিভাগীয় পরিপত্র উপেক্ষা করে একাধিকবার পুনঃতফসিল সত্ত্বেও ৫৬৯০.৭৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিতে পরিণত।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-২ এর আওতাধীন বিবি এভিনিউ কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স অন্তিম নিটিং ডাইং এন্ড ফিনিশিং লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- Fund Divert করা গ্রাহকের অনুকূলে বিআরপিডি সার্কুলার ও বিভাগীয় পরিপত্র উপেক্ষা করে একাধিকবার পুনঃতফসিল ও বড় অঙ্কের বাড়তি সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও ৫৬,৯০,৭৫,০৩০ টাকা ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১২" এ প্রদর্শিত হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- গ্রাহক ২২-১২-০৫খ্রিঃ তারিখে স্বল্প-মেয়াদী প্রকল্প ঋণ নেবার পর ২০০৭ সালে ৫১টি ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খুলে মালামাল রপ্তানি না করে অন্যত্র স্থানান্তর করে অর্থাৎ Fund Divert করে ব্যাংককে ফোর্সড ঋণ সৃষ্টি করতে বাধ্য করে। বিআরপিডি সার্কুলার-১ তারিখ ১৩-০১-২০০৩খ্রিঃ এর ১.০১ (ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক গ্রাহক স্বেচ্ছায় ঋণ শ্রেণীকরণ করলে বা অনৈতিক কার্যক্রম করলে ঋণ পুনঃতফসিলের সুযোগ নেই। প্রধান কার্যালয়ের আইটিএফডি এর ৩০-০৯-০৭খ্রিঃ তারিখের সার্কুলার নং ৩০৮৪ অনুযায়ী মালামাল সরানোর কারণে পুনঃতফসিল যোগ্য না হলেও তা উপেক্ষা করে ২০০৮ সালে পুনঃতফসিল করা হয়। গ্রাহক শর্ত পালন করতে না পারায় প্রধান কার্যালয় হতে ০১-১১-০৯খ্রিঃ তারিখে ৩২৪৬ নং পত্র মোতাবেক ৬/২০১০ হতে ঋণ আদায় কার্যকর করলে শাখা হতে ১১-১১-০৯খ্রিঃ তারিখের ৪৫৩৫ নং পত্রে গ্রাহককে অবহিত করা হয়। বাস্তবে গ্রাহক বিগত সময়ে শাখার সাথে ব্যবসা না করায় পুনঃতফসিলকৃত টাকার অংক আরো বেড়েছে।
- প্রতারণার মাধ্যমে মালামাল সরিয়ে Fund Divert করার পরও ১৪-০৭-১০খ্রিঃ তারিখে ৩২.৭৪ কোটি টাকা BMRE অনুমোদন ও বিতরণ করা হয়। বর্তমানে অর্থাৎ ৩০-০৬-১৩খ্রিঃ পর্যন্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন তৈরী করা হয়নি। বর্তমানে সকল ঋণ অর্থাৎ ৫৬.৯১ কোটি টাকা শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে।
- শাখার ১১-০৬-২০১৩খ্রিঃ তারিখের ১৭৩৫ নং প্রস্তাবনায় দেখা যায় গ্রাহক ব্যবসা করলেও কিস্তি পরিশোধ করেন না। ফলে পুনঃতফসিল করতে হলে অতিরিক্ত সিকিউরিটি প্রদানের প্রয়োজন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন অনুযায়ী পুনঃতফসিল সুবিধা দেয়া হয়। পুনঃতফসিল করে ২১.৬৭ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। বিএমআরই এর জন্য অতিরিক্ত জামানত নেয়া হয়। ঋণ পুনঃতফসিল প্রক্রিয়াধীন আছে। জামানত বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- Fund Divert করা গ্রাহকের অনুকূলে পুনঃতফসিল করার কোন বৈধতা নেই।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৯-১২-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট আদায় করে সর্বশেষ ১৬ জুলাই,২০১৩খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়। পুনঃতফসিলীকরণের শর্ত অনুযায়ী কিস্তি আদায়ের প্রমাণকসহ সন্তোষজনক জবাব প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে ২২-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিবর্গের / প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ১৩।

শিরোনাম ঃ প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করে তিনবার পুনঃতফসিলকরণের মাধ্যমে নিয়মিতকরণের সুযোগ প্রদান করা সত্ত্বেও ১০৯৬.১৪ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'র ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-২ এর আওতাধীন শিল্পভবন কর্পোরেট শাখা ঢাকা'র অটোমেটিক ইট প্রস্তুতকারী গ্রাহক মেসার্স ফুণকা ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, কুমিল্লা এর ঋণ নথি যাচাইয়ে দেখা যায়,

- সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় অভিজ্ঞতাহীন গ্রাহকের অনুকূলে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করে তিনবার পুনঃতফসিলীকরণের মাধ্যমে নিয়মিত করলেও ১৬ বছর পরে প্রায় দ্বিগুণ হওয়াতে ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত ১০,৯৬,১৩,৭২৮ টাকা আদায় অনিশ্চিত (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৩" এ দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- ইট প্রস্তুত করার জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন গ্রাহকের অনুকূলে ২৪-১১-৯৭খ্রিঃ তারিখে ৫২৯.৭৫ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। যার বিপরীতে ১৬ বছর পর ঋণ স্থিতি (৭৯৩.০৮+১৪০.০২) মোট= ৯৩৪.১০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ১৬ বছরে প্রকল্প ঋণ কমেনি বরং প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। কেবল সুদকে আয় খাতে নেয়ার জন্য ১৩-০৪-২০০৪ খ্রিঃ, ১৪-০১-২০০৮ খ্রিঃ ও ২১-১১-২০১০ খ্রিঃ তারিখে পুনঃতফসিল করা হয়েছে।
- ১৯৯৭ সালে প্রকল্প মঞ্জুরের পর প্রকল্প বাস্তবায়নে গ্রাহক বিলম্ব করে। ১৩/০৪/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে শ্রেণীকৃত ঋণ নিয়মিত রাখার স্বার্থে সুদকে সুদবিহীন ব্লক করে পুনঃতফসিল করা হয় যা গ্রাহক বাস্তবায়ন করেনি। ১৪-০১-২০০৮খ্রিঃ তারিখে সময় পাঁচ বছর বাড়িয়ে পুনঃতফসিল করা হয়। ইতোমধ্যে চলতি মূলধন ৮৭.৫০ লক্ষ টাকা হতে ১৫০.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। ঋণ হিসাবসমূহ বর্তমানে শ্রেণীকৃত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঋণ পুনঃতফসিল করায় হালনাগাদ সুদ আরোপে ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। গ্রাহক কিস্তি পরিশোধ না করায় ঋণকে মন্দ মানে শ্রেনীকরণ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- ৩/৪ বার পুনঃতফসিল করে সুদকে আয় খাতে নিয়ে শাখার পারফরমেন্স প্রদর্শন করলেও বাস্তবে ঋণ আদায় হয়নি ।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৯-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতা পাওনা আদায়ে এগিয়ে না আসায় ২৬-০৮-২০১৩খ্রিঃ তারিখে ঋণগ্রহীতা কোম্পানী ও পরিচালকদের বরাবর ঋণ পরিশোধের চূড়ান্ত নোটিশ এবং ২৯-০৮-২০১৩খ্রিঃ তারিখের পত্র মারফত ব্যাংক মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে ১৫(পনের) দিনের সময় দিয়ে ব্যাংক পাওনা পরিশোধে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতা কোম্পানী ও এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ে গ্রাহকের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে ২২-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুঃ ১৪।

শিরোনামঃ শ্রেণীকৃত ঋণ সুদ মওকুফের মাধ্যমে নিয়মিত দেখিয়ে ক্রমাগতভাবে চলতি মূলধন বৃদ্ধির কারণে গ্রাহকের শ্রেণীকৃত ঋণের ১৮৩২.২৬ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-২ এর আওতাধীন বৈদেশিক বাণিজ্য শাখার গ্রাহক মেসার্স মিল্লাত ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- শ্রেণীকৃত ঋণ সুদ মওকুফের মাধ্যমে নিয়মিত দেখিয়ে ক্রমাগতভাবে চলতি মূলধন বাড়িয়ে বর্তমানে শাখার সংগে ব্যবসা চালু নেই এরূপ গ্রাহকের শ্রেণীকৃত ঋণের ১৮,৩২,২৬,০১৪ টাকা আদায় অনিশ্চিত (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৪" এ দেয়া হল)।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় গ্রাহকের ঋণ শ্রেণীকৃত হয়ে পড়লে ২০০৪ সালে ৮২৫ তম বোর্ড সভায় ১১৮.৫০ লক্ষ টাকা সুদ মওকুফ করে বকেয়া ৩১৭.৫০ কোটি টাকা ঋণের দায় সুদবাহী ব্লকড ও সুদবিহীন ব্লকড করে সুদ মওকুফের মাধ্যমে পুনঃতফসিল করা হয়। যা প্রধান কার্যালয়ের ২৬-০২-২০০৫খ্রিঃ তারিখে ২৮২ নম্বর পত্রের মাধ্যমে শাখাকে অবহিত করা হয়। মঞ্জুরীর শর্তানুযায়ী ২টি কিস্তি খেলাপী হলে পুনঃতফসিল বাতিল হবে।
- পুনঃতফসিল অনুযায়ী নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ না হলেও ২০০৭ সালে বিদ্যমান সিসি (হাঃ) ঋণ সীমা ২.০০ কোটি এবং এলসি সীমা ১.০০ কোটি হতে ক্রমাগত বাড়িয়ে ২০১১ সালে ১২.০০ কোটি টাকা ঋণসীমা বর্ধিত করা হয়। শর্ত ছিল অনুমোদিত মূলধন ১০.০০ কোটিতে উন্নীত করতে হবে ৬.০০ কোটির স্থলে। পরিশোধিত মূলধন ২.০০ কোটিতে উন্নীত করতে হবে। বাস্তবে এ ধরণের উন্নীত করণের কোন নজির মেলে না। তাছাড়া দীর্ঘদিন পূর্বে ভোগকৃত ঋণপত্র সীমা ১.০০ কোটিতেই রাখা হয়। অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা তেমন কোন পরিবর্তন না হলেও পূর্বের খেলাপী ঋণের গ্রাহকের অনুকূলে ক্রমাগত সিসি ঋণ বাড়িয়ে দায় বাড়ানো হয়।
- প্রতি বছরের ন্যায় গ্রাহক ২০১২ সালে পুনঃতফসিলের দায় নিয়মিত পরিশোধ না করে সিসি ঋণ আরো ৮.০০ কোটি টাকা বাড়ানোর আবেদন করেন। গ্রাহকের সেই আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। ফলে বিদ্যমান সিসি ঋণ শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়। একাধিকবার পত্র যোগাযোগ করেও গ্রাহক ঋণ পরিশোধে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। পূর্বের খেলাপী গ্রাহকের অনুকূলে এ জাতীয় ঋণসীমা বাড়ানো ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।
- ২০০৫ সালের মঞ্জুরী মোতাবেক কিস্তি পরিশোধ না হওয়ায় শর্ত মোতাবেক মঞ্জুরী বাতিল হয়। ফলে বিআরপিডি সার্কুলার ৫/২০০৬ অনুযায়ী গুণগত বিচারে ঐ ঋণও শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে। গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মিল্লাত কেমিক্যালস এর ৩.৫০ কোটি টাকা শ্রেণীকৃত হওয়ায় বর্ণিত ঋণসমূহ বাস্তবে আদায় অনিশ্চিত। ২০১১ সালের সিসি মঞ্জুরীর শর্ত ছিল গ্যাস সংযোগের পাশাপাশি উদ্যোক্তা নিজ ব্যয়ে জ্বালানী দ্বারা উৎপাদন কার্যক্রম ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাস্তবে তা পরিলক্ষিত হয়নি। গ্রাহকের সিসি ঋণ হিসাবে দীর্ঘদিন লেনদেন নেই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- প্রকল্পের এমডি জানিয়েছেন বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করে শীঘ্রই দায় পরিশোধ করবেন। এ বিষয়ে ২/৩ জন ক্রেতার সাথে যোগাযোগ চলছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- ঋণ নিয়মিত না থাকলেও ঋণ সীমা বৃদ্ধি দায় বাড়ার অন্যতম কারণ। বর্তমানে ঋণ আদায় অনিশ্চিত।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৯-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, শ্রেণীকৃত ঋণের সমুদয় টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করা হলে গ্রাহক ডিসেম্বর,২০১৩ এর মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করবেন বলে জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে ১১,৩২,৭৬৯ টাকা নগদে জমা করেছেন। অবশিষ্ট পাওনা ৩১-১২-২০১৩খ্রিঃ এর মধ্যে সমন্বয় করবেন বলে অঙ্গীকার করলেও হিসাবটি সমন্বয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২২-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুঃ ১৫।

শিরোনাম ঃ প্রধান কার্যালয়ের সুপারিশকৃত ঋণসীমা পরিবর্তন করে SOD ঋণ মঞ্জুর, ঋণ বিতরণের পর শর্ত বাস্তবায়নের অভাবে শ্রেণীকৃত ঋণের ২০৪৬.৬২ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সাধারণ ঋণ বিভাগের আওতাধীন বি.ওয়াপদা ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকার গ্রাহক রূপায়ণ হাউজিং এষ্টেট লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের সুপারিশকৃত ঋণসীমা পরিবর্তন করে SOD (Secured Over Draft) ঋণ মঞ্জুর, ঋণ বিতরণের পর শর্ত বাস্তবায়নের অভাবে শ্রেণীকৃত ঋণের ২০,৪৬,৬১,৮৬০ টাকা আদায় অনিশ্চিত (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৫" এ দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- গ্রাহক হাউজিং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩০-০৫-১১খ্রিঃ তারিখে ৮০.০০ কোটি টাকার ঋণের আবেদন করেন। যা প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী কমিটি ০৯-০৬-১১খ্রিঃ তারিখে সুপারিশ করে। পরবর্তীতে সে সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীতে একই কমিটি ২৩-০৮-২০১১খ্রিঃ তারিখে মাত্র ৭.০০ কোটি টাকা অনুমোদনের সুপারিশ করে। অজ্ঞাত কারণে সেটি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন হয়নি। পরিচালনা পর্ষদের ১৭-১০-২০১১খ্রিঃ তারিখের ২১৯ তম বোর্ড সভায় ১৮.০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরীর শর্ত মোতাবেক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি যাচাই করে প্রথম ও ২য় কিস্তি বিতরণ করতে হবে। বাস্তবে অগ্রগতি সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন না থাকলেও ঋণ বিতরণ করা হয়। শর্ত ছিল ফ্ল্যাট/প্লট বিক্রির অর্থ OD হিসাবে জমা হবে এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ হবে, বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি।
- মঞ্জুরীর শর্ত মোতাবেক ঋণের অর্থ প্রকল্প বিনিয়োগের বিষয়ে শাখাকে নিশ্চিত হওয়ার শর্ত থাকলেও শর্ত বাস্তবায়নের কোন প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি।
- বর্তমানে ঋণটি শর্ত মোতাবেক সমন্বয় হয়নি।
- ঋণ হিসাবটিতে অলীক কিছু লেনদেন রয়েছে। একই তারিখে জমা ও একই তারিখে সমপরিমাণ অর্থ উত্তোলন করলেও বাস্তবে তা লেনদেন নয়।
- লেনদেন না হওয়াতে ঋণ হিসাবটি বিআরপিডি সার্কুলার ৫/২০০৬ অনুযায়ী শ্রেণীকৃত।
- কোম্পানীর মূলধন মাত্র ৯০.০০ লক্ষ টাকা।
- ব্যাংকে জমি বন্ধক রেখে SOD ঋণ মঞ্জুরী প্রদান ব্যাংকিং নিয়মের পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- প্রথম ৮০ কোটি টাকার সুপারিশ ১৩-০৬-১১খ্রিঃ তারিখের বোর্ড সভায় বিবেচিত হয়নি। পরবর্তীতে ৭ কোটি টাকার সুপারিশ ২৯-০৮-১১খ্রিঃ তারিখের বোর্ড সভায় বিবেচিত হয়নি। পরবর্তীতে গ্রাহকের আবেদনের বরাতে ১৭-১০-১১খ্রিঃ তারিখের বোর্ড সভায় ১৮ কোটি টাকা মঞ্জুরী পায়। গ্রাহকের অঙ্গীকার অনুযায়ী ৩০-০৬-১৩খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ঋণ সমন্বয় করার কথা ছিল। আবাসন খাতে মন্দার কারণে সে অঙ্গীকার তারা বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- একাধিকবার বোর্ড সভায় প্রত্যাখ্যাত হবার পর এ জাতীয় ঋণ প্রদানে যৌক্তিকতা ছিল না। ঋণ বিতরণে মঞ্জুরী শর্ত বাস্তবায়িত হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৯-১২-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, গত ২১-০৪-১৩ খ্রিঃ তারিখে জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, ঢাকা এর জেনারেল ম্যানেজার মহোদয়ের চেম্বারে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ঋণ হিসাবের লিমিট অতিরিক্ত অর্থ গত মে'১৩ ও অবশিষ্ট সমুদয় বকেয়া জুন'১৩ এর মধ্যে পরিশোধ করে ঋণ হিসাব সমন্বয়ের লিখিত অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। জবাবে আরো জানানো হয় যে, ঋণ হিসাবটি সমন্বয়ের লক্ষ্যে গত ০১-০৯-১৩ খ্রিঃ তারিখে ব্যাংকের মাননীয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও এবং ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের অর্থ উপদেষ্টা ও জিএম এর সাথে একটি দ্বি-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় সিইও ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয় অনতিবিলম্বে সমুদয় বকেয়া পরিশোধ করে শ্রেণীকৃত ঋণ হিসাবটি সমন্বয় করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেছেন। উক্ত আলোচনা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঋণ হিসাবটি সমন্বয় করার জন্য শাখা থেকে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২২-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক অবশ্যই ব্যাংক তহবিলে জমা করতে হবে।

অনুঃ ১৬।

শিরোনাম ঃ বাড়তি ঋণপত্র সীমা অনুমোদন এবং ক্রমাগতভাবে ব্যাক টু ব্যাক ঋণ পত্র খুলে নতুনভাবে ডিমান্ড ঋণ সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৭০৩৬.৯৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৩-০২-১৩খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক বিনিময় ও শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের গ্রাহক মেসার্স অলটেক্স ইন্ডাঃ লিঃ ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স অলটেক্স স্পিনিং লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- বড় অঙ্কের ফান্ডেড ও নন ফান্ডেড দায় থাকা সত্ত্বেও বাড়তি ঋণপত্র সীমা অনুমোদন, বাড়তি ঋণ সীমার আওতায় রপ্তানি ঋণপত্র না পাওয়া সত্ত্বেও রপ্তানি ও মালামাল শীপমেন্ট হচ্ছে কিনা তা আমলে না নিয়ে ক্রমাগতভাবে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খুলে নতুনভাবে ডিমান্ড ঋণ সৃষ্টিতে সহযোগী প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৭০,৩৬,৯৪,৪৫৩ টাকা দায় ক্ষতিতে পরিণত **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট " ১৬" এ দেয়া হলো)**।

অনিয়মের কারণঃ

- গ্রাহক ২০০৮ সনের পূর্ব হতে এলসি, এলসি (ক্যাশ) ও পিএসসি যথাক্রমে ১০০.০৫ কোটি ও ১৩ কোটি ঋণ সীমা ভোগ করছিলেন। ২০০৮ সনে দেয় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের মালামাল রপ্তানি করতে না পারায় ৬০ কোটি টাকা ডিমান্ড ঋণ সৃষ্টি করে ব্যাক টু ব্যাক ঋণ পত্রের দায় সমন্বয় করা হয়; যা ২৫-১০-০৯খ্রিঃ তারিখে পুনঃতফসিলের মাধ্যমে ব্লক করা হয়। গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান অলটেক্স স্পিনিং লিঃ কে ০৮-০৩-০৬খ্রিঃ সনে কনসোর্টিয়াম হিসাবে দেয় প্রকল্প ঋণ আদৌ নিয়মিত না থাকা সত্ত্বেও এবং অলটেক্স ইন্ডাঃ লিঃ এর ৩১-১২-১০খ্রিঃ ভিত্তিক দায় দেনা ফান্ডেড ৭০.৭০ কোটি ও ৬৫.৭০ কোটি টাকা নন ফান্ডেড দায় থাকলেও নতুন করে প্রকল্প ঋণ (ইটিপি) ৭.৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। তাছাড়া ঋণপত্র সীমা ১০০ কোটি টাকা হতে সাধারণ নিয়মে ডিমান্ড ঋণ ৬০ কোটি টাকা বাদ দিয়ে ঋণ সুবিধা ভোগ না করে ৩০-০১-১১খ্রিঃ তারিখের অনুমোদনপত্রে ৬০ কোটি টাকা বাদ রেখে ১০০ কোটি টাকা ঋণপত্র সীমা ভোগের সুবিধা প্রদান মূলত গ্রাহকের প্রতি বাড়তি সুবিধা প্রদানের নামান্তর।
- গ্রাহককে ৩০-০১-১১খ্রিঃ তারিখের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিদেশী ক্রেতার চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক রপ্তানি ঋণপত্র সংগ্রহ না করলেও রপ্তানি হবে এ বিবেচনায় ৮২টি ব্যাক টু ব্যাক স্থানীয় ঋণপত্র খোলা হয়। ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে মালামাল দ্বারা তৈরী পণ্য রপ্তানির সুযোগ ও শীপমেন্ট আমলে না নিয়ে ক্রমাগতভাবে বিটুবি খোলা হয়। ২৪-০৫-১১খ্রিঃ ও ০৭-০৭-১১খ্রিঃ তারিখের ডেফার্ড ঋণপত্রের অনুমোদনপত্র হতে দেখা যায় গ্রাহক রপ্তানি ঋণপত্র সংগ্রহ করতে না পারায় রপ্তানি ব্যর্থ হওয়াতে (২৬.০৮+৩৮.৫৯) = ৬৪.৬৭ কোটি টাকা ডেফার্ড ঋণ সৃষ্টি করে ব্যাক টু ব্যাক (স্বীকৃত দায়) ঋণপত্রের দায় পরিশোধ করা হয়। নথিতে এই ঋণ ব্লক হিসাবে অনুমোদন দেয়ার প্রমাণক না থাকলেও হিসাব বিবরণী অনুযায়ী ২৯-১২-১১খ্রিঃ তারিখে পুনঃতফসিল এর মাধ্যমে ব্লক করা থাকলেও শর্তানুযায়ী কোন দায়ই পরিশোধ করতে না পারায় সকল ঋণ মন্দ ঋণে পরিণত হয়।
- রপ্তানি ঋণপত্র ছাড়া ক্রমাগত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খুলে নতুন দায় সৃষ্টি ও বাড়তি ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকারদের সংশ্লিষ্টতা নেই একথা বলার সুযোগ নেই।
- গ্রাহকের এলটিআর সংশ্লিষ্ট মালামালের বর্তমান অবস্থা কি এরূপ কোন প্রমাণক নথিতে নেই। এখানে উল্লেখ্য যে সিসি ও প্রকল্প ঋণ ছাড়া ডেফার্ড ও এলটিআর এর বর্তমান দায় ১২৩.২১ কোটি টাকার জন্য আলাদা কোন জামানত না থাকায় এবং বর্তমানে গ্রাহক শাখার সাথে ঋণপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যবসা না করায় ক্ষতিকৃত এ ঋণ আদায়ের সুযোগ কম।
- ২০১২ সালে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ওভারডিউ দায় থাকা সত্ত্বেও বেশকিছু ঋণপত্র খোলা হয় যা পরবর্তীতে ক্রস পেমেন্ট প্রক্রিয়ায় সমন্বয় করা হলেও পূর্ববর্তী দায় বকেয়া থেকে যায়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহককে বাড়তি কোন সুবিধা না দিয়ে বিধি মোতাবেক পুনঃতফসিলকৃত ব্লক ঋণ হিসাবের বকেয়া লিমিটের বাইরে রেখে বিটুবি সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। গ্রাহকের রপ্তানি ক্রয়ের আদেশের বিপরীতে বিটুবি ঋণপত্র খোলা হয়েছিল। পরবর্তীতে রপ্তানি ঋণপত্র সংগ্রহ করতে না পারায় রপ্তানি ব্যর্থ হয়। এলটিআর এর আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল গ্রাহকের মালিকানা ও দখলে থাকে। গ্রাহক ব্যাংকের সর্ম্পকের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ঋণপত্র খোলা হয়। ওভারডিউ বকেয়া আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- রপ্তানি ঋণপত্র সংগ্রহ না পাওয়া সত্ত্বেও বিটুবি ঋণপত্র খোলা গুরুতর অনিয়ম। তাছাড়া বড় অঙ্কের ফান্ডেড দায় থাকা সত্ত্বেও বাড়তি ঋণপত্র সীমা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিলনা।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৩-০৪-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭-০৮-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৫-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরিত জবাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখা কর্তৃক নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবের অনুরূপ জবাব প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এ কার্যালয়ের ০৫-০৩-২০১৪খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিবর্গের / প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ১৭।

শিরোনামঃ **প্রকল্প ও বিএমআরই ঋণের বড় অঙ্কের মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে এবং নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে ক্রমাগত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার সুযোগ প্রদানে জামানত ঘাটতি সংশ্লিষ্ট শ্রেণীকৃত ধরায় ১৩০৭৭.৭১ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।**

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৩-০২-১৩খ্রিঃ হতে ১০-০৪-১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক বিনিময় বিভাগ ও শিল্প ঋণ অর্থায়ন বিভাগের গ্রাহক মেসার্স এপেক্স উইভিং এন্ড ফিনিশিং মিলস লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

- প্রকল্প ও বিএমআরই ঋণের বড় অংকের মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে এবং নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে ক্রমাগত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার ও পুনঃতফসিল করণের সুবিধা দিয়েও জামানত ঘাটতি সংশ্লিষ্ট শ্রেণীকৃত ঋণের ১৩০,৭৭,৭০,৮৫০ টাকা আদায় অনিশ্চিত (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৭" এ প্রদর্শিত হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- গ্রাহকের অনুকূলে উইভিং প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং গার্মেন্টস ব্যবসা পরিচালনার জন্য ১১-০৯-৯৫খ্রিঃ তারিখে বর্ধিত প্রকল্প ঋণ ৩৫.৭৫ কোটি ও ০৬-০৫-২০০৪খ্রিঃ তারিখে ৬.৪৫ কোটি টাকা বিএমআরই প্রদান করা হয়। প্রকল্প ঋণের মেয়াদ পার হওয়া সত্ত্বেও ঋণের ভবিষ্যত কার্যক্রম বিবেচনা না করে ৮০ কোটি টাকার ঋণপত্র সীমা মঞ্জুর করে ফোর্সড ঋণ সৃষ্টি করা হয়।
- ০৭-০১-০৯খ্রিঃ তারিখের দপ্তর প্রতিবেদন হতে দেখা যায় ফার্ম কনট্রাক্ট এর বিপরীতে ঋণসীমার আওতায় ১৮০ দিনের ডের্ফাড পেমেন্ট পদ্ধতিতে ব্যাক টু ব্যাক খোলা হয়। প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ঋণপত্র সীমা অনুমোদনের মেয়াদ ছিল ৩১-০৮-০৮খ্রিঃ পর্যন্ত। কিন্তু ০১-১১-০৭খ্রিঃ হতে ৩১-১২-০৮খ্রিঃ পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ অনিয়মিত স্বীকৃত বিল (স্থানীয় ও বিদেশী) এর বিপরীতে বড় অংকের ফোর্সড ঋণ সৃষ্টি হয়। উক্ত অনিয়মিত দায়সহ পরবর্তীতে অনিয়মিত স্বীকৃত বিলের দায় ১৫-০১-০৯ খ্রিঃ ও ১৫-১১-০৯খ্রিঃ তারিখে যথাক্রমে ৮.৬৫কোটি ও ৫৮.১৯ কোটি (পিএডি ও এলটিআর দায় ২১৮.১০ লক্ষ ও ১৩৬.৫৩ লক্ষ) টাকার ফোর্সড ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়। পাশাপাশি ঋণপত্র সীমা ৮০ কোটি হতে ৪০ কোটি করা হয় এবং বিদ্যমান প্রকল্প দায় পুনঃতফসিল করা হয়।
- পুনঃতফসিলের শর্তাদি বাস্তবায়ন করতে না পারায় ০৭-০৮-১০খ্রিঃ তারিখে পুনরায় মেয়াদ বাড়িয়ে পুনঃসূচী করে ঋণপত্র সীমা ৮০ কোটি টাকা অনুমোদন দেয়া হয়। ২৮-১২-১১খ্রিঃ তারিখে সিসি (হাঃ) ১৯ কোটি ও সিসি (প্লেজ) ২ কোটি টাকার বর্ধিত নবায়ন দেয়া হয়। কিন্তু ফোর্সড ঋণ সংশ্লিষ্ট ৬২.৭০ কোটি ও ১৯.৬৬ কোটি টাকার ষ্টকলট মালামাল বিক্রি/রপ্তানির ব্যবস্থা করা হয়নি। পূর্বের ব্যাক টু ব্যাক না করে মালামাল দ্বারা তৈরী পণ্য যথাসময়ে Shipment হচ্ছে কিনা তা যাচাই না করে অনিয়মিতভাবে ক্রমাগত ঋণপত্র খোলার সুযোগ দিয়ে বড় অংকের ফোর্সড ঋণের দায় সৃষ্টি করা হয়।
- পুনঃতফসিলকৃত ঋণ নিয়মিত আদায় না হলেও ২০১১ ও ২০১২ সালে ৬টি রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে (কনট্রাক্ট) Shipment date, Lead time, কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ও চুক্তিপত্রের জেনুইনিটি যাচাই না করে ৬৮টি ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খুলে পুনঃ ষ্টকলট হওয়াতে ০২-১০-১২খ্রিঃ তারিখে ১৫.১২ কোটি টাকা পুনরায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি হয়। ৩টি ফোর্সড ঋণ হিসাবে বর্তমানে দায় ৮৪,৯৫,৬৪,৪২৭ টাকা।
- বর্তমানে গ্রাহক নতুন ঋণপত্র না খুলতে পারায় এবং গ্রাহকের ১৩০.৭৮ কোটি টাকা দায়ের অনুকূলে ২০১২ সনের মূল্যায়ন অনুযায়ী জামানতের পরিমাণ ১০১.৯৫ কোটি টাকা অর্থাৎ জামানত ঘাটতির পরিমাণ ২৮.৮৩ কোটি টাকা। বর্তমানে সকল লোন হিসাব শ্রেণীকৃত হওয়ায় উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে ঋণ আদায় অনিশ্চিত।
- পূর্বে প্রকল্পের উদ্যোক্তা ছিলেন ০৮ জন। শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে মালিকানা এক পরিবারভুক্ত হওয়াতে ঋণের দায় আরো ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। পুনঃতফসিল এর বরাতে গ্রাহক মূল ঋণ ও সুদের সমুদয় টাকাই পরিশোধ করেননি। গ্রাহকের অনুকূলে অবৈধভাবে ১.০২ কোটি টাকা নগদ সহায়তা দেয়া হয়েছে। স্থানীয় রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এর আওতায় আপত্তির প্রেক্ষিতে উক্ত টাকাও দায়ের তালিকায় সংযুক্ত হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, রপ্তানি আয় থেকে দায় সমন্বয়ের প্রত্যাশায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সকল নিয়মাচার পরিপালন সাপেক্ষে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।

৬—

- গ্রাহকের অনুকূলে বিটুবি ঋণপত্র খোলা সকল ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক ছিল না। বর্তমানে ঋণটি জামানত সমৃদ্ধ নয়। দায় সমন্বয়ের প্রত্যাশায় যাচাই ছাড়া বাড়তি ঋণপত্র সুবিধা দেওয়াতে পুঞ্জিভূতভাবে দায় বেড়েছে।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৩-০৪-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭-০৮-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৫-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, নির্ধারিত সময়ে বিটুবি বিলমূল্যসমূহ মেয়াদোত্তীর্ণ হলে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ডিমান্ড লোন (ফান্ডেড দায়) সৃষ্টি করে ওভারডিউ বিলসমূহ পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ডিমান্ড লোন হিসাবসমূহ পুনঃতফসিল করা হয়। উল্লেখ্য, পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাব নং ০৩৩০৬৬২০০০০০৪ ও ০৩৩০৬৬২০০০০০৬ সৃষ্টির পর অদ্যাবধি যথাক্রমে ৯৪৮.৫১ লক্ষ ও ১২৮.৪০ লক্ষ টাকা জমা করেছেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এ কার্যালয়ের ০৫-০৩-২০১৪খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক। তাছাড়া উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। অবশিষ্ট টাকা আদায়পূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

অনুঃ ১৮।

শিরোনামঃ ঋণ মঞ্জুরীর জামানত বিষয়ক শর্ত বাস্তবায়ন না করা ও সময়মত পিএডি না করে ঋণপত্র সীমা বাড়িয়ে ফান্ডেড দায় সৃষ্টি, বর্তমানে ব্যবসা বন্ধ এরূপ আয়কর খেলাপী গ্রাহকের ১৪৩৩৬.৪১ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা'র ২০১২ সালের হিসাব ০৩-০২-১৩ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সাধারণ ঋণ বিভাগ-২ ও আমদানি বিভাগের গ্রাহক মেসার্স জি এম জি এয়ারলাইন্স লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়,

- ঋণ মঞ্জুরীর জামানত বিষয়ক শর্তাদি বাস্তবায়ন না করা, সময়মত পিএডি না করে ঋণপত্র সীমা বাড়িয়ে ফান্ডেড দায় সৃষ্টি, বর্তমানে ব্যবসা বন্ধ এরূপ আয়কর খেলাপী গ্রাহক এর ১৪৩,৩৬,৪০,৬৩৩ টাকা আদায় অনিশ্চিত (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৮" এ বিবৃত হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- শাখার ০১-০৪-১০খ্রিঃ তারিখের ঋণ সীমা বৃদ্ধি বিষয়ক মঞ্জুরীপত্র হতে দেখা যায় ৮০ কোটি টাকা এসওডি, ১২ কোটি টাকা মেয়াদী ঋণ ও ৫২.৮৯ লক্ষ মাঃ ডঃ স্ট্যান্ডবাই ঋণপত্র সীমার জন্য পর্যাপ্ত জামানত সম্পদ রেজিঃ বন্ধক ছিল। পরবর্তীতে মালিকানা পরিবর্তন করে এসওডি ঋণসীমা ১০০ কোটিতে বৃদ্ধি স্ট্যান্ডবাই ঋণপত্র ৫২.৮৯ লক্ষ মার্কিন ডলার করার ক্ষেত্রে সরকারের ৯৯ বছরের লীজ সম্পত্তি যার মূল্য ১২১ কোটি টাকা সহ অন্য একটি গ্রুপের কর্পোরেট গ্যারান্টি নেয়া হয় যা জামানত হিসাবে পর্যাপ্ত নয় কিন্তু পূর্বের গ্রাহকের ৫০ হাজারটি শেয়ার ফেরতসহ রেজিঃ ভুক্ত সম্পত্তি উদ্ধার/মুক্ত করা হয়।
- প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করে দেখা যায় স্ট্যান্ডবাই ঋণপত্রের অনুকূলে ২০০৬ সনের ২২৫০০০ মাঃ ডঃ সমান ১৮৪.৯৫ লক্ষ টাকার ঋণপত্রের পিএডি সময়মত ফান্ডেড দায় না করে ২০১০ সালে ঋণপত্র সীমা বৃদ্ধি করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল ইউএস এর একটি কোম্পানীর সাথে চুক্তি করে ২৬৪ আসন বিশিষ্ট ২টি জাহাজ লীজ নিয়ে পরিচালনা করা। কিন্তু মালিকানা হস্তান্তরের পর দেয় ঋণপত্রের ২৭.৭৪ কোটি টাকা ফোসর্ড পিএডি সৃষ্টি হয়। ইত্যবসরে শাখা প্রধানের নিজ ক্ষমতা বলে খোলা ২টি আমদানি ক্যাশ ঋণপত্র ডকুমেন্ট নিজ টাকায় ছাড় না করণের জন্য নতুন করে ৫.৪৬ কোটি টাকা ফোসর্ড পিএডি হয়ে ফান্ডেড দায় সৃষ্টি হয়।
- বর্ণিত আর্থিক সুবিধা গ্রহণের পর পরই এয়ারলাইন্স বন্ধ হওয়াতে ৩১-০৩-১২খ্রিঃ ভিত্তিক হিসাব বিবরণী মোতাবেক ব্যবসায়িক ট্রানজেকশনের অভাবে শ্রেণীকৃত/মন্দ ঋণে পরিণত হয়।
- প্রধান কর্যালয়ের ৬-০২-১৩খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে দেখা যায় গ্রাহক আয়কর রেঞ্জ-৪ এর (ঢাকা) ২১.১৪ কোটি টাকার খেলাপী গ্রাহক হওয়াতে ব্যাংক হিসাব জব্দ করার পরামর্শ দিয়ে হিসাবসমূহ জব্দ করা হয়।
- ঋণসীমা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে Case to Case ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনের ভিত্তিতে Stand by LC খোলা হয়। শর্ত ছিল ফান্ডেড হওয়ার সময় পুনঃঅনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবে কোন অনুমোদন নথিতে পাওয়া যায়নি।
- বর্ণিত দায় সৃষ্টি হয়ে ঋণটি শাখা পর্যায়ে ডিসেম্বর/১২ মাসে পুনঃতফসিল করলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের ০৬-০২-১৩ তারিখে দেয় শর্ত নেতিবাচক হওয়াতে তা কার্যকরী হয়নি।
- গ্রাহকের ক্যাশ ঋণপত্র সংশ্লিষ্ট ৫.৪৬ কোটি টাকা দায় সমন্বয়ের জন্য LTR অনুমোদন পেলেও তা বাস্তবে কার্যকর হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ২৬-০৬-১১খ্রিঃ তারিখের বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বন্ধকী সম্পত্তি সহ শেয়ার অবমুক্ত করা হয় এবং ৯৬.২৪ কোটি টাকার সম্পত্তি নতুন করে বন্ধক নেয়া হয়। এসওডি ঋণ ১০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার সময় ১২১ কোটি টাকার সমান বন্ধক নেয়া হয়। প্রধান কার্যালয়ের ০৬-০১-১৩খ্রিঃ তারিখের পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী অত্র শাখায় পরিচালিত আলোচ্য কোম্পানীর চলতি হিসাব নং- ৩৩০০৫৭৩০৪ জব্দ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- ঋণের মূল মঞ্জুরী ও জামানত বিষয়ক শর্ত বাস্তবায়ন না করে ঋণপত্রের সীমা বাড়ায় নন ফান্ডেড দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যবসা বন্ধ থাকায় আয়কর খেলাপী গ্রাহকের নিকট হতে ঋণ আদায় অনিশ্চিত।

- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৩-০৪-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭-০৮-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৫-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মে,২০১৩ হতে সুদবাহী ব্লক হিসাবের এবং সুদবিহীন ব্লক হিসাবের মাসিক কিস্তি পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতা কোম্পানিকে পত্র দেয়া হয়েছে। জিএমজি এয়ারলাইন্স লিঃ তাদের ২২-০৫-১৩ তারিখের আবেদনপত্রে ০৫(পাঁচ) বছরে ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ হতে কিস্তি আদায়যোগ্য করার বিষয়টি পুনঃবিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছেন। গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৫০% মার্জিনে এলটিআর মঞ্জুরী দেয়া হয়। কিন্তু গ্রাহক অবশিষ্ট মার্জিন জমা দিয়ে এলটিআর সুবিধা গ্রহণ করেনি। অনিয়মিতভাবে দেয় ঋণ সুবিধার সমুদয় টাকা আদায় এবং প্রদত্ত ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য এ কার্যালয়ের ০৫-০৩-২০১৪খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক। অপারগতায় নতুন করে ফান্ডেড দায় সৃষ্টির দায়ভার ব্যাংক কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে।

অনুঃ ১৯।

শিরোনামঃ বিআরপিডি সার্কুলার ও আইন বিশেষজ্ঞের মতামত উপেক্ষা করে মন্দ ঋণের ধারকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর ও মঞ্জুরীশর্ত পালন ব্যতিরেকে ঋণ বিতরণ করায় ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত ঋণের ৩৮৬৪.৫০ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৩-০২-২০১৩খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সাধারণ ঋণ বিভাগ-০২ এর গ্রাহক মেসার্স জনকন্ঠ লিঃ গ্রুপের চলতি মূলধন ঋণের রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- বিআরপিডি সার্কুলার ও আইন বিশষজ্ঞের মতামত উপেক্ষা করে মন্দ ঋণের ধারকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর ও মঞ্জুরীশর্ত পালন ব্যতিরেকে ঋণ বিতরণ করায় ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত ঋণের ৩৮,৬৪,৫০,২৫০ টাকা আদায় অনিশ্চিত **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৯" এ প্রদর্শিত হলো)**।

অনিয়মের কারণঃ

- বিআরপিডি সার্কুলার-১ তাং ১৩-০১-২০০৩খ্রিঃ ও প্রধান কার্যালয়ের ইস্তেহার নম্বর ১৪৪১ তাং ১৪-০১-২০০৩খ্রিঃ মোতাবেক কোন প্রতিষ্ঠান/সহযোগী প্রতিষ্ঠানের পুনঃতফসিল করা হলে ১ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ ব্যতিরেকে নতুন ঋণ প্রদানের সুযোগ নেই। আলোচ্য ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরীর উক্ত শর্ত পরিপালিত হয়নি।
- উক্ত গ্রুপের মধ্যে মেসার্স জনকন্ঠ লিঃ এর অনুকূলে চলতি মূলধন হিসাবে ২০/১০/২০১০খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুরীকৃত ৭ কোটি টাকার ৩০/১২/১২খ্রিঃ ভিত্তিক ঋণ স্থিতি ৮৬৩,৫৬,৬৩৪ টাকা মেসার্স গ্লোব ক্যাবল লিঃ কে ২/১১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ১৫ কোটি টাকা মঞ্জুরীর বিপরীতে একই তারিখ ভিত্তিক ঋণ স্থিতি ১৮৮৯,৮৮,৮৭৪ টাকা। অপর পক্ষে গ্লোব ইনসেকটিসাইড লিঃ কে একই হিসাবে ২০/১০/২০১০খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুরীকৃত ৯.০ কোটি টাকার স্থিতি ১১,১১,০৪,৭৪২ টাকা। উক্ত ৩টি হিসাবের সকল ঋণই বর্তমানে বিএল হিসাবে চিহ্নিত।
- উক্ত সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে বিআরপিডি সার্কুলার-২ তাং ০১-০২-০৬খ্রিঃ মোতাবেক কমপক্ষে ১৫% আপোষমূলক টাকা জমা ব্যতিরেকে নতুন ঋণ প্রদান রহিত করা হয়। গ্রাহক এ শর্ত পালনের অপারগতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মতামত চাওয়া হলে ব্যাংক গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বীয় বিবেচনায় ব্যাংককে সিদ্ধান্ত নেবার মতামত দেওয়া হয়। ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের মূল সম্পর্ক ব্যাংকিং ট্রানজেকশন কিন্তু সোনালী ব্যাংক বিবি এভিনিউ শাখার ২৬-০২-২০১২খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে ৮ বার পুনঃতফসিল করার পরেও ঋণ আদায়ের অগ্রগতি না থাকায় মামলা দায়েরের জোর সুপারিশ করে। ফলে খেলাপী গ্রাহকের অনুকূলে ১৫% জমার শর্ত রহিত করে ০২-১২-২০১০খ্রিঃ তারিখে এমডি মহোদয়ের অনুমোদন বর্ণিত সার্কুলার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শের পরিপন্থী।
- "ল" কনসালটেন্ট উক্ত গ্রুপের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যাংকের দায় থাকায় ঋণ দাতা ব্যাংকের অনাপত্তির পাশাপাশি Pari passu Agreement এর মাধ্যমে ভাসমান চার্জ সৃষ্টির শর্ত/মতামত পরিপালন ছাড়াই ঋণ মঞ্জুর/বিতরণ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, গ্লোব ইনসেকটিসাইড লিঃ ও গ্লোব কনস্ট্রাকশনের দীর্ঘদিনের মার্কেন্টাইল ব্যাংকের মামলাকৃত দায় সোলেনামার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সময়ে পুনঃতফসিল করা হয়েছিল। ফলে ঐ ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের দায়ের বিষয়ে প্যারিপাসুর অত্যাবশ্যকতা ছিল।
- ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত অনুযায়ী পর্যাপ্ত টার্ন ওভার নিশ্চিতকরণ ও ক্রেডিট রেটিং এজেন্সির রিপোর্ট ব্যতিরেকেই ঋণ বিতরণ করা হয়। অনেকবার এ বিষয়ে আলোকপাত করার পরেও গ্রাহক কোন প্রকার আমলে নেয়নি।
- ঋণ বিতরণের সময় উক্ত গ্রুপের ৪৭.৮০ কোটি টাকা কু-ঋণ ছিল যা ক্ষণিকের জন্য পুনঃতফসিল করলেও শর্ত বাস্তবায়ন না করায় একই পরিসরে অবস্থান করে। খেলাপী ঋণ পুন:তফসিল করে পুন:বার নতুনভাবে ঋণ বিতরণ করা গুরুতর অনিয়ম ও ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।
- গ্লোব ইনসেকটিসাইডের সিআইবি শর্ত অসম্পন্ন থাকা সত্ত্বেও ঋণ বিতরণ করা হয়। বর্তমানে ঋণসমূহ শ্রেণীকৃত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বিআরপিডি সার্কুলার পরিপালন করে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ১৫% কমপ্রোমাইজ এমাউন্ট আদায় করে নতুন ঋণ মঞ্জুর করা হয়। Pari Passue Agreement এর বিষয়টি বিনিয়োগ কমিটির প্রস্থাবনায় আনা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- আইন উপদেষ্টা ব্যাংক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বিনিয়োগ কমিটির প্রস্তাবনায় আনা উচিত ছিল যা না হওয়াতে ব্যাংক স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে। সোনালী ব্যাংকে ৮ বার পুনঃতফসিল করা মন্দ ঋণ থাকা সত্ত্বেও নতুন করে ঋণ প্রদানে ব্যাংক স্বার্থ রক্ষিত হয়নি।

- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৩-০৪-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭-০৮-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৫-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ হিসাবসমূহ নবায়ন/সমন্বয়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতার সাথে দাপ্তরিকভাবে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া ইতোমধ্যে ঋণ গ্রহীতা তাদের ঋণ হিসাবসমূহের সুদ মওকুফের জন্য আবেদন করেছেন। বিআরপিডি সার্কুলার ও আইন বিশেষজ্ঞের মতামত উপেক্ষা করে ঋণ মঞ্জুর/বিতরণের কারণ ব্যাখ্যাসহ ঋণের সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় করে জবাব প্রেরণের জন্য এ কার্যালয়ের ০৫-০৩-২০১৪খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক। তাছাড়া নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বার্থ অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে।

অনুঃ ২০।

শিরোনাম ঃ ঋণ সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ না করে পুনঃতফসিল ও ঋণপত্র খোলা, ঋণ মঞ্জুরী শর্ত বাস্তবায়ন না করে ঋণপত্র সীমা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুনরায় ফোর্সড ঋণ সৃষ্টিতে বিনিয়োগকৃত ২৫৬৪.৬৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিতে পরিণত।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা'র ২০১২ সালের হিসাব ০৩-০২-১৩খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আমদানি ও শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের গ্রাহক মেসার্স অলটেক্স ফেব্রিক্স লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

- ঋণ সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ না করে পুনঃতফসিলকরণ ও ঋণপত্র খোলা, ঋণ মঞ্জুরী শর্ত বাস্তবায়ন না করে ঋণপত্র সীমা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুনরায় ফোর্সড ঋণ সৃষ্টিতে বিনিয়োগকৃত ২৫,৬৪,৬২,৬৫৫ টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২০" এ প্রদর্শিত হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- শাখার ২৬-০৮-০৮খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরী আদেশে ২০ কোটি টাকার ঋণপত্র সীমা ও সিসি ৩ কোটি ঋণসীমা কার্যকর করা হয়। ৩০-০১-১১খ্রিঃ তারিখের নবায়নে অন্যান্য ঋণসীমা ঠিক রেখে ঋণপত্র সীমা ৩০ কোটি টাকা বাড়ানো হয়। উক্ত মঞ্জুরী সমূহের শর্ত মোতাবেক রপ্তানি ঋণপত্রের Shipment টাইম ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ মাস হতে হবে। নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ না হওয়ার কারণে রপ্তানি ব্যর্থতায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ৩০-০১-১১খ্রিঃ তারিখের অনুমোদিত ঋণপত্র সীমার ভিত্তিতে সৃষ্ট ২৫ টি ঋণপত্রের ফোর্সড ঋণের ১ম ১৭ টি ঋণপত্র সংশ্লিষ্ট ৯.৬৬ কোটি টাকার ঋণপত্র খোলার পর্যাপ্ত সময় ছিল না যা মঞ্জুরী শর্তের পরিপন্থী।
- ২৫-১০-০৯খ্রিঃ তারিখের ৩১-০৮-০৯খ্রিঃ ভিত্তিক ১১.৯২ কোটি টাকা পুনঃতফসিল এর ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলারঃ ১ তাং-১৩-০১-০৩খ্রিঃ অনুযায়ী ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়নি। এ সুবিধার মেয়াদকাল ছিল ৩০-০৯-০৯খ্রিঃ পর্যন্ত কিন্তু পুনঃতফসিল অনুমোদন হয় পরিচালনা পর্ষদের ১৪-১০-০৯খ্রিঃ তারিখের মিটিং এ। মঞ্জুরী শর্তে ১০.৪০ কোটি টাকার ষ্টক লট রপ্তানি করে ঋণ হিসাবে জমার শর্ত বাস্তবায়ন হয়নি।
- পুনঃতফসিলের শর্তাদি বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও ৫ কোটি টাকা ফোর্সড লোন ঋণ সীমা হতে বাদ রেখে ঋণপত্র সীমা ব্যবহারের সুযোগ ও নতুন করে আরো ১০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৩০ কোটি টাকা ঋণপত্র সীমা মঞ্জুর (৩০-০১-১১খ্রিঃ তারিখে) গ্রাহকের প্রতি আর্থিক আনুকূল্য প্রদর্শনের সামিল।
- নতুনভাবে সৃষ্টি হওয়া ফোর্সড ঋণের ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ওভারডিউ দায় ছিল। ওভারডিউ দায় থাকলে পরিচালক পর্ষদের ১৮৯তম সভার সিদ্ধান্ত ও প্রধান কার্যালয়ের ১৭-০৪-১১খ্রিঃ তারিখের নির্দেশনা (SBL/ITFD/Export-1462) অনুযায়ী ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলা যাবে না কিন্তু ১২.৭৩ কোটি টাকার ফোর্সড লোন থাকার পরও পুনরায় ঋণপত্র খোলায় তা অনুসরণ করা হয়নি।
- গ্রাহকের পুরাতন ও নতুন ফোর্সড ঋণ সংশ্লিষ্ট মালামালের বর্তমানে কোন হদিস পাওয়া যায়নি। স্টক লটকৃত মালামালের হদিস না থাকায় প্রমানিত হয় যে, গ্রাহক ব্যাক টু ব্যাকের মালামাল অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছে অথবা মালামাল আমদানি করেনি। ঋণপত্র সমূহ স্থানীয় ঋণপত্র ছিল। গ্রাহক ইতোমধ্যে শাখার সাথে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা করছেন না। ফলে সকল ঋণসমূহ শ্রেণীকৃত হয়ে ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।
- ঋণপত্র খোলার সময় ঋণপত্র সীমা মঞ্জুরীর শর্তানুযায়ী বিদেশী ক্রেতার ক্রেডিট রিপোর্ট নেয়া হয়নি এবং কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র সংশ্লিষ্ট মালামাল যাচাই করা হয়নি। তাছাড়া প্রধান কার্যালয় এর ০৫-১১-১২খ্রিঃ তাং এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। মাল যাচাই না করা প্রধান কার্যালয়ের পরিপত্র নং ৩০৮৪ তারিখ ৩০-০৯-০৭খ্রিঃ এর নির্দেশনা লংঘন।
- উপরোক্ত অনিয়মের কারণে ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত ঋণে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকারদের সংশ্লিষ্টতা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা যায় না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ব্যবসা ও বিনিয়োগ কমিটির সুপারিশ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। গ্রাহকের পূর্বের রপ্তানি কার্যক্রম বিবেচনায় ব্যবসায়িক স্বার্থে ঋণপত্র সীমা বর্ধিত করা হয়েছে। ফোর্সড লোন সৃষ্টির কারণ রপ্তানি ব্যর্থতা। গ্রাহকের উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনায় এনে লীড টাইম ঘাটতি থাকলেও বিটুবি ঋণপত্র সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বায়ার দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় ক্রেডিট রিপোর্ট নেয়া হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- ঋণ সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ না করে ঋণপত্র খোলা ও মঞ্জুরীর শর্ত বাস্তবায়ন না করে নতুন ফান্ডেড দায় সৃষ্টি হয়েছে।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৩-০৪-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭-০৮-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩খ্রিঃ

তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৫-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখা কর্তৃক নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবের অনুরূপ জবাব প্রেরণ করা হয়। আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদানের জন্য এ কার্যালয় হতে ০৫-০৩-২০১৪খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ ঋণের টাকা ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।

অনুঃ ২১।

শিরোনাম ঃ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাব স্থবির হওয়া সত্ত্বেও পুনঃতফসিল করে অনিয়মিতভাবে ঋণপত্র স্থাপনের মাধ্যমে পুনরায় ফোর্সড ঋণ সৃষ্টিতে জামানত ঘাটতি সংশ্লিষ্ট ঋণের ৫৩৫২.২২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা'র ২০১২ সালের হিসাব ০৩-০২-১৩খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ ও বৈদেশিক বিনিময় বিভাগের গ্রাহক মেসার্স অলি নিটিং ফেব্রিক্স লিঃ ও তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স আফরোজা স্পিনিং মিলস (প্রাঃ) লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাব স্থবির হওয়া সত্ত্বেও পুনঃতফসিল করে অনিয়মিতভাবে ঋণপত্র স্থাপনের মাধ্যমে পুনরায় ফোর্সড ঋণ সৃষ্টিতে জামানত ঘাটতি সংশ্লিষ্ট ঋণের দায় ৫৩,৫২,২২,২৪৯ টাকা ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২১" এ বিবৃত হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় সহযোগী প্রতিষ্ঠান আফরোজা স্পিনিং মিলস (প্রাঃ) লিঃ এর অনুকূলে ২৩-১২-০৪খ্রিঃ তারিখে ১৪৫৩.৮৫ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ২০০৮ সালে ঋণটি পুনঃতফসিলসহ ৫ কোটি টাকার ঋণপত্র সীমা (লিম সুবিধা সহ) অনুমোদন করা হয়। গ্রাহকের প্রকল্প ট্রানজেকশন স্থবির ও লিম দায় সন্দেহজনক মানে চিহ্নিত সহ অলি নিটিং ফেব্রিক্স কে দেয় ৩৫ কোটি টাকার ঋণ সীমার অনুকূলে রপ্তানি ব্যর্থতায় নতুন করে সৃষ্ট ডিমান্ড ঋণ ও পিএসসি দায় ১১০১.৭৮ লক্ষ টাকা ২৭-১০-০৯খ্রিঃ তারিখের ১০৮ তম বোর্ড সভায় কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে পুনঃতফসিল করা হয়। পাশাপাশি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের দায় দেনা ০৪-০৭-০৯খ্রিঃ তারিখের ৯১ নং বোর্ড সভায় পুনঃতফসিল করা হয়।
- উভয় প্রতিষ্ঠানের পুনঃতফসিলের শর্ত যথা (১) লিম দায়ের জন্য জামানত গ্রহণ। (২) ষ্টকলটের ৮.৮১ কোটি টাকার মাল রপ্তানি করে ডিমান্ড লোন হিসাবে জমাকরণ। (৩) প্রতি রপ্তানি বিল হতে ৫% মূল্য কর্তন করে ঋণ হিসাব সমন্বয় সাধনের শর্তাদি পরিপালিত হয়নি।
- পুনঃতফসিলের শর্তাদি পূর্ণ বাস্তবায়ন না হলেও ১০-১১-১০খ্রিঃ তারিখে সিসি (হাঃ) ৪৩৫ লক্ষ, ঋণপত্র সীমা ৩৫০০ লক্ষ ও পিএসসি ৫২৫ লক্ষ নবায়ন করা হয়। উক্ত নবায়ন এর মাধ্যমে কতিপয় রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে ১৫টি ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলা হয়। ঋণ পত্র সমূহ অধিকাংশ ছিল ট্রান্সফার প্রক্রিয়ায় আসা। কোন কোন ঋণ পত্রের ধারা ত্রুটি পূর্ণ থাকায় পর্যাপ্ত সময় প্রদান করে ব্যাক টু ব্যাক খোলা সত্ত্বেও বাস্তবে কোন মাল শীপমেন্ট না করায় ষ্টক লটে পরিণত হয়। অনেক ক্ষেত্রে রপ্তানি ঋণপত্রের ত্রুটিপূর্ণ ধারা নেই মর্মে মতামত থাকলেও ট্রান্সফার প্রক্রিয়ায় আসা ঋণপত্রের shipment প্রায়ই ঝুঁকিপূর্ণ থাকে।
- রপ্তানি/shipment না করতে পারায় ফেব্রিক্স এর গুণ নষ্ট ও শর্ট শীপমেন্ট এর অজুহাতে ১৫ টি বিটুবি ঋণপত্রের স্বীকৃত বিলের দায় ২৫-০৯-১২খ্রিঃ তারিখে ফোর্সড ঋণ সৃষ্টি করে পরিশোধ করলে পুনঃ ৮.২১ কোটি সহ পিএসসি হিসাবে ১.১৩ কোটি টাকার নতুন দায় সৃষ্টি হয়। কারখানায় স্টক লটকৃত মালামাল না থাকায় প্রমাণিত হয় যে, গ্রাহক ব্যাক টু ব্যাক এর মালামাল অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছে এবং পিএসি ঋণ প্রদান বিধি সম্মত নয়।
- ২৫-০৯-১২খ্রিঃ তারিখের ফোর্সড ঋণপত্র অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী গ্রাহক শাখার সাথে ব্যবসা করছে না এবং ষ্টক লটের মালের কোনো অস্তিত্ব না থাকায় ক্রমান্বয়ে সকল ঋণ মন্দ ঋণে পরিণত হয়ে ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।
- গ্রাহকের ঋণের বিপরীতে জামানত সম্পদের সিংহ ভাগই যন্ত্রাংশ যার আয়ুষ্কাল ও ব্যবহারের উপর মূল্য নির্ভর করে। তাছাড়াও ঋণের বিপরীতে জামানত (৬.৪৯+২.০৯)=৮.৫৮ কোটি টাকা ঘাটতি থাকায় মন্দ হিসাবে চিহ্নিত ঋণ সম্পূর্ণ ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, দুই কোম্পানীতে নূন্যতম ২০% শেয়ার থাকলে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে শেয়ার ১৯% থাকায় অলি নিটিং ফেব্রিকস এর অনুকূলে ঋণপত্র স্থাপনে বাধা ছিল না। ৩০-০৬-১২খ্রিঃ এর পরে লেনদেন সংঘঠিত না হওয়ায় ঋণ সমন্বয় এর জন্য তাগিদ দেয়া হচ্ছে। ট্রান্সফার ঋণপত্রের যাচাই বাছাই করে ঋণপত্র খোলা হয়। ফলে এতে ব্যাংকারদের সংশ্লিষ্টতা ছিল না।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- জবাব এর সাথে ১৯% শেয়ার এর প্রমাণক দেওয়া হয় নাই। গ্রাহক আফরোজা স্পিনিং লিঃ মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ার পর সহযোগী প্রতিষ্ঠান এর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। পুনঃতফসিল এর শর্ত বাস্তবায়ন হয় নাই।

৭—

- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৩-০৪-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭-০৮-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৫-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখা কর্তৃক নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবের অনুরূপ জবাব প্রেরণ করা হয়। খেলাপী ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে সমুদয় টাকা আদায় করে জবাব প্রেরণের জন্য এ কার্যালয় হতে ০৫-০৩-২০১৪খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক। অন্যথায় দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সর্বশেষ ফলাফল নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ কর হলো।

অনুঃ ২২।

শিরোনাম ঃ প্রকল্প কার্যক্রম ভাল না থাকায় পুনঃতফসিল করে নিয়মিতকরণ, নীতিমালা বহির্ভূতভাবে লীজ ফাইনান্স এর নামে অর্থায়ন করে দায় বৃদ্ধির পর সকল ঋণ শ্রেণীকৃত হয়ে পড়ায় ৩২৬৩.৫০ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৩-০২-১৩খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প বিভাগের গ্রাহক মেসার্স আব্দুল্লাহ ডাইং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রকল্প বাস্তবায়নের দৃশ্যমান অগ্রগতি না থাকা সত্ত্বেও পুনঃতফসিল করে নিয়মিতকরণ, নীতিমালা বর্হির্ভূতভাবে লীজ ফাইনান্স এর নামে অর্থায়ন করে দায় বৃদ্ধির পর সকল ঋণ শ্রেণীকৃত হয়ে পড়ায় ৩২,৬৩,৫০,০৪৪ টাকা আদায় অনিশ্চিত (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২২" এ বিবৃত হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নথিপত্র, তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১০-১২-২০০৩খ্রিঃ তারিখে ৮২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে বৈদেশিক মুদ্রায় তারতম্য নির্বাহের জন্য ০৪-০১-২০০৬খ্রিঃ তারিখে ৪৬.৩৩ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি জনিত অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ঋণ আদায় নিয়মিত না থাকায় ২৫-০১-২০০৭খ্রিঃ তারিখে কিস্তি পুনঃ বিন্যাস করা হয়, যা ৩০-১২-০৭খ্রিঃ তারিখে মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে পুনরায় পুনঃবিন্যাস করা হয়। ৩০-০৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে চলতি মূলধন ঋণ ৪.২০কোটি টাকা মঞ্জুরীর পাশাপাশি ইটিপি স্থাপনের জন্য অতিরিক্ত প্রকল্প ঋণ ৮০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প ঋণ ও অতিঃ প্রকল্প ঋণ একীভূত করে ঋণ পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়। পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থতায় ১৫-০৭-২০১০খ্রিঃ তারিখে পুনরায় ঋণটি পুনঃতফসিল করা হয়, যা প্রশ্নবিদ্ধ।
- ১৫-০৭-২০১০খ্রিঃ তারিখের পুনঃতফসিল এর মাধ্যমে ঋণটি নিয়মিত করার পর প্রধান কার্যালয়ের অনুসৃতব্য নীতিমালা লংঘন করে লীজ ফাইনান্স হিসাবে ৬৩৮.৭১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়।
- লীজ অর্থায়নে যন্ত্রপাতি আমদানির পর হতেই গ্রাহক নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ। পরবর্তীতে পুনঃতফসিল মঞ্জুরীর শর্ত মোতাবেক সহযোগী প্রতিষ্ঠান শিকল টেক্সটাইল মিলস লিঃ অনিয়মিত হওয়ার পাশাপাশি এই ঋণ ও খেলাপী ঋণ হিসাবদ্বয় মন্দ ঋণে পরিণত হলেও শর্ত মোতাবেক ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- নথিতে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক ঋণটি পর্যাপ্ত জামানত সমৃদ্ধ নয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠান হতে এ বিষয়ে জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় আপত্তি স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৩-০৪-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭-০৮-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৫-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরিত জবাবে জানা যায় যে, ব্যাংক পাওনা পরিশোধের লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতাদের তাগাদা অব্যাহত আছে। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করার জন্য এ কার্যালয়ের ০৫-০৩-২০১৪খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুঃ ২৩।

শিরোনাম ঃ শ্রেণীকৃত মন্দ ঋণ থাকা সত্ত্বেও শাখার প্রস্তাব ব্যতীত ২য় মর্টগেজের বিপরীতে গ্রাহকের নামে ২০.০০ কোটি এবং অনিয়মিতভাবে ৬৭.৫০ কোটি টাকার মিশ্র ঋণ মঞ্জুর করায় এবং ঋণগুলি শ্রেণীকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭৪১৪.৩৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১২ পঞ্জিকা বৎসরের প্রকল্প ঋণ নথি, সিসি হাইপো ও প্লেজ ঋণ নথি এবং ব্যাংক বিবরণী সমূহ গত ১৭-০৬-১৩খ্রিঃ হতে ১১-০৭-১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- খুলনা কর্পোরেট শাখার কোন প্রস্তাবনা ছাড়া ও উত্তরা ব্যাংক লিঃ-এ ৬১.৯৫ কোটি টাকার শ্রেণীকৃত মন্দ/কু-ঋণ থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ২য় মর্টগেজের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মেসার্স সোনালী জুট মিলস্ লিঃ- এর নামে ২০.০০ কোটি টাকা এবং পুনরায় অনিয়মিতভাবে ৬৭.৫০ কোটি টাকা মিশ্র ঋণ মঞ্জুরী দেয়ায় এবং ঋণটি শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হওয়াসহ ঋণের টাকা আদায়ের সম্ভাবনা না থাকায় ব্যাংকের ৭৪,১৪,৩৭,৮৬৮ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২৩" এ দেয়া হল)**।

অনিয়মের কারণঃ

- ঋণের সংশ্লিষ্ট নথি এবং বিভিন্ন তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় খুলনার মীরেরডাঙ্গা শিল্প এলাকায় অবস্থিত সোনালী জুট মিলস্ লিঃ এর নিকট উত্তরা ব্যাংক লিঃ, স্যার ইকবাল রোড শাখা, খুলনা-এর শ্রেণীকৃত কু-ঋণের ৬১.৯৫ কোটি টাকা পাওনা থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে সোনালী ব্যাংক, খুলনা কর্পোরেট শাখা কর্তৃক কোন ঋণ প্রস্তাবনা প্রেরণ না করা এবং শাখায় কোন লেনদেন না থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ১৬-০৩-২০১০ তারিখের ১২৭ তম বোর্ড সভায় সোনালী জুট মিলস্ এর নামে ২০.০০ কোটি টাকার (সিসি প্লেজ ১৫.০০ কোটি (+) সিসি হাইপো ২.০০ কোটি (+) আই এল সি ৩.০০ কোটি) মিশ্র ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি, রিপোর্টে উত্তরা ব্যাংকের খেলাপি ঋণের বিষয়টি উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সোনালী জুট মিলস্ লিঃ এর নামে মঞ্জুরীপত্র জারী করা হয়। যাহা পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় ৩১-০৮-২০১০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
- মঞ্জুরীপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণের সহজামানত হিসেবে সোনালী ব্যাংকের অনুকূলে ২য় চার্জ হিসেবে মর্টগেজ নেয়া হয় এবং যার মুল্য দেখানো হয়েছে ৫৬৫৮.২০ লক্ষ টাকা। অথচ উহার মূল দলিলপত্র উত্তরা ব্যাংকের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে। অপরদিকে উক্ত ঋণের বিপরীতে সহ জামানত হিসাবে ঢাকা এবং নারায়নগঞ্জ জেলার ৩৯৮.৫৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বন্ধক নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যা দ্বারা উত্তরা ব্যাংকের পাওনা সমন্বয়ের পর সোনালী ব্যাংকের ঋণের দায় আবৃত করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।
- ঋণের মেয়াদ পূর্তির পূর্বে ঋণের টাকা সমন্বয় এবং কোন সন্তোষজনক লেনদেন না থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ১৭-০১-১১ তারিখের সভায় সিসি প্লেজ ১৫.০০ কোটি থেকে ৪০.০০ কোটি টাকায় ও সিসি হাইপো ২.০০ কোটি থেকে ১৫.০০ কোটি টাকায় বর্দ্ধিত সহ নবায়ন দেয়া হয়।
- পরবর্তীতে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ১৯-০৩-১২ খ্রিঃ তারিখের সভায় উক্ত জুট মিলের অনুকূলে পূর্বের একই ২য় মর্টগেজের বিপরীতে ৫৫.০০ কোটি টাকার ঋণ নবায়নসহ অতিরিক্ত প্লেজ হিসাবে ১০.০০ কোটি এবং হাইপো হিসাবে ২.৫০ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ৬৭.৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়, যা ব্যাংক নিয়মনীতির পরিপন্থী।
- অন্যদিকে, সোনালী ব্যাংকের ভিজিল্যান্স এন্ড কন্ট্রোল ডিভিশন (অভিযোগ সেল) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তব যাচাইয়ে সোনালী জুট মিলের গুদামে ২৬৭৬.৪২ টন কাঁচা পাট (যা বেল আকারে থাকার কথা) ঘাটতি পাওয়া যায়। যার মূল্য ১০,৪১,০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক প্লেজ সুবিধা গ্রহণ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে উক্ত পরিমান পাট ক্রয় করা হয়নি। যার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়ী।
- ফলে ৩০-০৬-১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সোনালী জুট মিলস্ লিঃ এর নিকট ব্যাংকের মেয়াদ উত্তীর্ণ সিসি প্লেজ হিসাবে ৫৩,৭৮,৮১,৭৪৭ টাকা এবং সিসি (হাঃ) হিসাবে ২০,৩৫,৫৬,১২১ টাকা অর্থাৎ মোট ৭৪,১৪,৩৭,৮৬৮ টাকা দায় সৃষ্টি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঋণের প্রতিষ্ঠানটি একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি চালু রাখার স্বার্থে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ঋণ সুবিধা মঞ্জুর করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ শাখার কোন সুপারিশ বা প্রস্তাবনা ছাড়া এবং উত্তরা ব্যাংকে বিপুল পরিমানে শ্রেণীকৃত মন্দ/কু-ঋণ থাকা সত্ত্বেও ও অন্য ব্যাংকের বন্ধককৃত সম্পত্তি পুনরায় ২য় মর্টগেজের বিপরীতে সম্পূর্ণ অনিয়মিতভাবে

মিশ্র ঋণ মঞ্জুর সহ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বৃহৎ অংকের বর্ধিত ঋণ মঞ্জুর করায় ঋণগুলি অনাদায়ী অবস্থায় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে। এছাড়া ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ এবং ঋণ মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যাংক স্বার্থ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থে আলোচ্য ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। যা ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির অন্যতম কারণ।

- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৯-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০-১০-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সত্বর অনিয়ম ও ক্ষতির বিষয়ে তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তি / ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক / আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্ষতিজনিত টাকা সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অন্যথায় দায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুঃ ২৪।

শিরোনাম ঃ ঋণের সুদ আদায় না করে বারবার ব্লক হিসাবে স্থানান্তর ও অপর্যাপ্ত জামানত রেখে এর আদায়ে ব্যর্থ হওয়ার পরও প্লেজ ঋণের লিমিট বৃদ্ধি করায় এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন ১৪২২.৫২লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১২ পঞ্জিকা বৎসরের সিসি প্লেজ, সিসি হাইপো ও প্যাকিং ক্যাশ ক্রেডিট (পিসিসি) ঋণের নথিসহ ডিপি রেজিষ্টার এবং ব্যাংক হিসাব বিবরণী গত ১৭-০৬-২০১৩খ্রিঃ হতে ১১-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- পাট রপ্তানিকারক মেসার্স রোজেমকো লিমিটেড এর পূর্বঋণের বিপুল পরিমানে অনাদায়ী টাকা বার বার ব্লকড একাউন্টে জমা রেখে ও ঋণ অনুযায়ী কম মূল্যমানের অপর্যাপ্ত বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য বিভিন্ন সময় ক্রমাগত বেশী দেখানো সহ সমূদয় টাকা আদায়ের সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে একাধিকবার লিমিট বৃদ্ধি করে মিশ্র ঋণ মঞ্জুর করায় এবং ঋণটি শ্রেণীকৃত মন্দ/কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ১৪,২২,৫১,৮০১ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২৪" এ দেওয়া হল)**।

অনিয়মের কারণঃ

- বিস্তারিত পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, গ্রাহকের নামে পূর্ববর্তী মঞ্জুরীকৃত ৫.১০ কোটি টাকার মিশ্র ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া এবং লিমিট অতিরিক্ত পাওনা থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ১০-০৭-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- প্রকা/সাঋবি/পাট/বেস-১৮/১১৩৯/৫৫২৪ এর মাধ্যমে পূর্বের অপরিশোধিত ব্লকড ঋণের ২.৯২ কোটি টাকার মধ্যে ১,০৮,২৭,০০০ টাকা মওকুফ করা হয়। উক্ত ব্লকড ঋণের ক্ষেত্রে জামানত বাবদ মাত্র ৮৫.০০ লক্ষ টাকার এফডিআর বন্ধক হিসাবে গ্রহণ করা হয়।
- উক্ত অনাদায়ী টাকা সুদ বিহীন ব্লকড একাউন্টে জমা রেখে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ০৫-০৯-০৬ তারিখে পত্র নং- প্রকা/সাঋবি/পাট/৭০৮৭ এর মাধ্যমে পুনরায় ৫,১০,০০,০০০ টাকার (প্লেজ ৪.০০ কোটি+হাইপো ১০.০০ লক্ষ+পিসিসি ১.০০ কোটি) ঋণ মঞ্জুরী দেয়া হয়।
- উক্ত ঋণের ক্ষেত্রে (ব্লকড ঋণসহ) ৪৮.৮২ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি এবং ৮৫.০০ লক্ষ টাকার পূর্বের একই এফডি আর সহায়ক জামানত হিসাবে বন্ধক দেখানো হয়।
- ঋণ গ্রহীতার লেনদেন সন্তোষজনক না থাকা সত্ত্বেও পুনরায় ৫.১০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুরী/নবায়ন দেয়া হয়।
- তাছাড়া ঋণ গ্রহীতার লেনদেন ঋণ পরিশোধের শর্ত মোতাবেক না থাকা সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায়ের সম্ভাব্যতা যাচাই কিংবা ব্যাংকের স্বার্থ বিবেচনা না করে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং- প্রকা/সাঋবি/সিসি/পাট/৯৫৩৯ তারিখ ১২-০৮-১০ এর মাধ্যমে ঋণের লিমিট ৮,৬০,০০,০০০ টাকায় (প্লেজ ৭.০০ কোটি + হাইপো-১০.০০ লক্ষ + পিসিসি ১.৫০ কোটি) বৃদ্ধিপূর্বক মঞ্জুরী দেয়া হয়। যার মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ প্লেজের ক্ষেত্রে ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ ও হাইপোর ক্ষেত্রে ৩০-০৪-২০১১ খ্রিঃ।
- উল্লেখ্য, বাস্তবে প্লেজ গোডাউনে যথাযথ বা পর্যাপ্ত পাট মজুদ না থাকা এবং ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক আবেদন না করা ও লিমিট অতিরিক্ত স্থিতি থাকা সত্ত্বেও কর্পোরেট শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৩-০৯-১২ খ্রিঃ তারিখে বিধি বর্হিভূতভাবে ঋণ গ্রহীতার প্লেজ হিসাব ডেবিট করে ২৫,৩৭,৪৯৪ টাকার বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য, ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে গ্রহণকৃত ঢাকা ও খুলনা জেলার ১.৫৫৪০ একর বন্ধকী সম্পত্তি যার বর্তমান সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ১,১১,৩২,০০০ টাকা এবং এফডিআর এর স্থিতি ১,৫৭,৫০,০০০ টাকা সহ গুদামে মজুদকৃত পাটের মূল্য সর্বোচ্চ ৩,৮৫,২১,০০০ টাকার বিপরীতে ব্যাংকের মোট পাওনা ১৪,২২,৫১,৮০১ টাকা। এক্ষেত্রে ব্যাংকের মোট পাওনা টাকা কোনক্রমেই সমন্বয় করা সম্ভব নয়।
- সুতরাং অনিয়মিতভাবে বার বার অনাদায়ী টাকা ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর, সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করার ফলে ঋণের টাকা আদায়ের সম্ভাবনা না থাকায় ও ঋণটি মন্দ/কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের সিসি প্লেজ হিসাবে ৮,৩৪,০০,৫২৮ টাকা, সিসি হাইপো হিসাবে ১২,২৭,৪১৭ টাকা, সুদবিহীন ব্লকড হিসাবে ২,৮১,০৩,৪৯৫ টাকা এবং সুদ যুক্ত ব্লকড হিসাবে ২,৯৫,২০,৩৬১ টাকা অর্থাৎ মোট ১৪,২২,৫১,৮০১ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যা আদায়ের সম্ভাবনা নেই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঋণের টাকা আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- কাঁচা পাট ব্যবসার ক্ষেত্রে বার বার ঋণের লিমিট বৃদ্ধি এবং বারবার ব্লকড হিসাব সৃষ্টি করতঃ অনিয়মিভাবে ঋণ গ্রহীতাকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি সাধিত হয়েছে। আলোচ্য অনিয়মিত ঋণ মঞ্জুরী এবং যথাযথ তদারকীর ক্ষেত্রে শাখা ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দায়ী।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৯-১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০-১০-১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সত্ত্বর তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তি /ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্ষতিজনিত টাকা সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

তৃতীয় অধ্যায়
(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)

অনুঃ ০১।

শিরোনামঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরনঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক(সিএ ফার্ম) কে ০৪-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ২৯-০৬-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ব্যাংকের বার্ষিক সাধারণ সভায় উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন ৩০-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক মূল্যায়নের পর অনুচ্ছেদ ভিত্তিক মন্তব্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

- সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১২ সালে ঋণ ও অগ্রিম খাতে অনুমোদিত বাজেট সীমা ছিল ৩৭,৫০০ কোটি টাকা কিন্তু প্রকৃত ঋণ ও অগ্রিম বিতরণ করা হয়েছে ৩৭,৮১৪ কোটি টাকা। সুতরাং বাজেট অতিরিক্ত ৩১৪ কোটি টাকা ঋণ ও অগ্রিম বিতরণ করে ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি বৃদ্ধি করার কারণ উল্লেখ করা আবশ্যক। এছাড়াও ৩টি শাখায়(স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এবং লালদিঘী কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম) ২০ গ্রাহকের প্রভিশন হিসাবকালে জামানত মূল্য বিআরপিডি সার্কুলার অনুযায়ী বিবেচনা না করায় আলোচ্য বছরে ক্ষতি কম প্রদর্শিত হয়েছে; যার কারণ উল্লেখ করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩১-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে ঋণ ও অগ্রিম খাতে ৩৭৮১৪.৭১ কোটি টাকা ঋণ ও অগ্রিম হিসাবে অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে; যা ২০১১ সালের তুলনায় ৯.২৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উক্ত খাতে "উচ্চ ঋণ ঝুঁকি" বিদ্যমান। পর্যাপ্ত Collateral Security ব্যতীত ঋণ মঞ্জুরীর বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বছরভিত্তিক বিশ্লেষণসহ আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অধিদপ্তরকে জানানো আবশ্যক।
- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক পর্যালোচনায় ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্ট "১"** এ দেখানো হলো। বিবরণী যাচাই করে দেখা যায় যে, ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে ব্যাংকের লাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭টি। তাছাড়া ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে মোট আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.৪০%। আমানত বৃদ্ধির সাথে সাথে অলাভজনক শাখাগুলোকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার কৌশল গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিবেদনের Profit and Loss Account পর্যালোচনা করে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্ট "১/১"** এ দেখানো হলো। উক্ত বিবরণী যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে মোট আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২০.৭৪%। এছাড়া মোট ব্যয় ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩২.৪৮%। কিন্তু ২০১১ সালে কর পরবর্তী ৯৯৫.৭২ কোটি টাকা লাভ অর্জিত হলেও ২০১২ সালে নিট ক্ষতি হয়েছে ২৪৯৫.৯২ কোটি টাকা। আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক ৩১-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখের নিরীক্ষিত প্রতিবেদনের Profit and Loss Account এ ৬৫৭.৪৩ কোটি টাকা Amortization of Intangible Assets খাতে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে; যা পূর্ববর্তী বছরেও একই পরিমাণ ছিল। ফলে পুঞ্জীভূত ক্ষতি সমপরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু Restated হিসাবে উক্ত খাতে Nil প্রদর্শণ করার কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে Income statement assertion এ accuracy নিশ্চিত হওয়া যায়নি। উক্ত বিষয়ে Restated হিসাবে Nil প্রদর্শন করার কারণে নিট ক্ষতি ৩১৫৩.৩৫ কোটির স্থলে ২৪৯৫.৯২ কোটি টাকা প্রদর্শিত হয়েছে; যার কারণ উল্লেখ করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত ৩১-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্র অনুযায়ী আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ, অগ্রিম ও শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্ট "১/২"** এ দেখানো হলো। উক্ত বিবরণী যাচাইয়ান্তে দেখা যায় যে, মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে ৯.২৯% বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে ১০৪.৫৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে নিম্নমানের ঋণ ও সন্দেহজনক ঋণ ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে যথাক্রমে ৫২১.৭৬% ও ৮৫.৪৮% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কু/মন্দ-ঋণ ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে ৮৬.২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মোট শ্রেণীকৃত ঋণ হতে আদায় ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে ৬১.২৮% হ্রাস পেয়েছে। শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় হ্রাস এবং কু-ঋণ বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নিম্নমানের ঋণ ও সন্দেহজনক ঋণের পরিমাণ হ্রাস করা এবং সঠিক তদারকির মাধ্যমে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ আদায়ের পরিমাণ বাড়ানোর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩১-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ১০৫২.১৮ কোটি টাকা অনাদায়ী প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত অর্থ অনাদায়ী থাকার কারণ ব্যাখ্যাসহ সত্বর সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- বাণিজ্যিক অডিট কর্তৃক উত্থাপিত প্রতিষ্ঠানটির পূর্ববর্তী বছরসমূহের অমীমাংসিত অনুচ্ছেদের বিবরণী **পরিশিষ্ট-"১/৩"** এ দেখানো হলো। উক্ত বিবরণী যাচাইয়ান্তে দেখা যায় যে, ১৯৭২-৭৩ হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ৬৩২টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২৯৩টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে, অমীমাংসিত রয়েছে ৩৩৯টি। জড়িত টাকার পরিমাণ ৮৬৮৩.৩৩ কোটি টাকা। অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট-"১/৪"** এ দেওয়া হলো।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় হ্রাস করে এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্য সমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৬/১৭-২৫১৫কম/এ—৮০০ বই, ২০১৬।